বাতিল প্রতিরোধ সিরিজ-৪

তারাবীর নামায ২০ রাকাআত কেন

সংকলনে

মুফতী রফিকুল ইসলাম আল মাদানী
লিসান্স : (হাদীস) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা শরীফ।
মুহাদ্দিস : ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

তত্ত্বাবধানে

ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব (দাঃ বাঃ)
মহাপরিচালক : ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।
চেয়ারম্যান : কেন্দ্রীয় দারুল ইফ্তা বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।
চেয়ারম্যান : শরীয়াহ্ কাউন্সিল আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ।

তারাবীর নামায ২০ রাকাআত কেন

মুফতী রফিকুল ইসলাম আল মাদানী

প্রকাশনায়
ফক্বীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন
ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ
বসুন্ধরা, ঢাকা।

{সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত}

প্রকাশকাল :
জুন ২০১২ ইং

মূল্য : ১০০ (একশত) টাকা মাত্র

সূচীপত্র

বিষয়ঃ- পৃষ্ঠা

হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম) এর বাণী -------------
আমার দুটি কথা---

প্রথম অধ্যায় ঃ

(তারাবীর নামায ২০ রাকাআত কেন ...

➢তারাবীর নামায ২০ রাকাআত কেন...-----------------------১০
প্রথম কারণ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২০ রাকাআত তারাবীহ পড়েছেন।-------------------------------১১

দ্বিতীয় কারণ: সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীগণ ২০ রাকাআত তারাবীহ পড়েছেন। ----------------------------------- ---২৪
➢হযরত আবু বকর (রাঃ) এর যুগে তারাবীহ।------------------ --২৬
➢হযরত উমর (রাঃ) এর যুগে তারাবীহ।----------------------- --২৭
➢সহীহ হাদীসের আলোকে তাবেয়ীগণের বর্ণনা। ---------------- --৪৭
➢আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এর অভিমত----------------- ----৫৪
➢হযরত উসমান (রাঃ) এর যুগে তারাবীহ।------------------- ----৫৬
➢হযরত আলী (রাঃ) এর যুগে তারাবীহ। --------------------- --৫৭
➢হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর তারাবীহ। ------------ -৬০

বিষয়ঃ- পৃষ্ঠা

তৃতীয় কারণ: ইজমায়ে উম্মত-তারাবীহ হবে ২০ রাকাআত।--৬০
ইজমায়ে উম্মত ও ইবনে তাইমিয়ার মতামত। --------------------৬৩
দেড় হাজার বছরে তারাবীর ইতিহাস। ---------------------------৬৪
মক্কা মুকার্‌রমায় তারাবীর ইতিহাস। ----------------------------৬৫
মদীনা মুনাওয়ারায় তারাবীর ইতিহাস। --------------------------৬৭
মদীনা শরীফের সর্বশ্রেষ্ঠ গবেষকের অভিমত।----------------------৬৮
শায়খ আতিয়্যা সালিমের অনুরোধ। -----------------------------৭৩
আমার দেখা মক্কা-মদীনা। ------------------------------------৭৫

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

(আট রাকাআত তারাবীহ)

আট রাকাআত তারাবীহ প্রসঙ্গে কিছু কথা ।-----------------------৭৮
সংশয় এক : একটি অপ্রাসঙ্গিক হাদীস ও বিজ্ঞ ইমামগণের মতামত।---৭৯
সংশয় দুই ও তিন : অতি দুর্বল, বর্জিত ও মিথ্যুক বর্ণনাকারীর হাদীস এবং পর্যালোচনা । ------------------------------------ ৯১
সংশয় চার : একটি ভুল হাদীস ও আসল তথ্য। ----------------৯৭
উপসংহার --৯৯

হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)-এর বাণী

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

দীর্ঘকাল থেকে মুসলিম বিশ্বে চারটি মাযহাব চলে আসছে। এই বিশ্বে দুইতৃতীয়াংশেরও বেশী মুসলমান হানাফী মাযহাবের অনুসারী। আর ভারত বর্ষে ইসলামের সূচনা থেকেই প্রায় সবাই এই মাযহাবের পাক্কা মুকাল্লিদ। মুফতী, কাজী, বিচারক সবই হচ্ছে এই মাযহাব থেকে। নামায, রোযা, ঈদ সবই পালন হচ্ছে এই মাযহাবে বর্ণিত নিয়মনীতি আনুসারে। চলছে তো চলছেই। সুদীর্ঘকাল যাবত এসব বিষয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর মতো উল্লেখযোগ্য কোন মতবাদ ছিল না বললেই চলে।

অত্যন্ত পরিতাপের সাথে বলতে হচ্ছে যে, সাম্প্রতিককালে গজিয়ে ওঠা একটি দল বিভিন্ন এন,জি,ও সংস্থার ছত্রছায়ায় সেবার নামে, অর্থ বলে মুসলমানদেরকে দ্বিধা-বিভক্ত করার হীন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। অবান্তর চ্যালেঞ্জ-সমৃদ্ধ বিজ্ঞাপন, বই পুস্তক ইত্যাদি বিনামূল্যে ও স্বল্পমূল্যে বিতরণ করে সরলমনা জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে । অতি সাধারণ বিষয় নিয়ে এদের চরম বাড়াবাড়ির ফলে প্রায়ই সমাজে শান্তি ভঙ্গের উপক্রম হচ্ছে । আমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করে যাচ্ছি যে "তারাবীর নামাযের রাকাআত" সংখ্যা শীর্ষক মাসআলাটিকেও তারা জনগণের মাঝে ধুম্রজাল সৃষ্টির বিরাট হাতিয়ার হিসেবে প্রচার করে যাচ্ছে ।

ফলে বাস্তব অবস্থা অবগত হওয়ার জন্য অনেকেই তথ্যভিত্তিক দলীল প্রমাণ তালাশ করছেন। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ সম্পর্কিত তথ্যবহুল বই-পুস্তক যথেষ্ট না থাকার কারণে অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গকে হতাশ হতে হয় । "তারাবীর নামায ২০ রাকাআত কেন" শীর্ষক বইটি এ অভাব অনেকাংশে পূরণ করতে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস। আল্লাহ পাক এ প্রয়াস কবুল ও সফল করুন ! আমীন !

ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান সাহেব (দা:বা:)
মহাপরিচালক, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

আমার দু'টি কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

حامدا و مصليا و مسلما

সমগ্র বিশ্বে চলছে অত্যাচারীর তান্ডব। বিজাতীয় ফিরিঙ্গী হানাদারদের বহুমুখী ষড়যন্ত্রের নীলনকশায় চলছে দেশে দেশে মুসলিম নিধনের প্রতিযোগিতা। সাথে সাথে ফিরিঙ্গী কৃষ্টি-কালচার ও বিজাতীয় কুসংস্কারের কারণে আবদ্ধ আজ সমগ্র মুসলিম জাতি। অপরদিকে এদেরই ষড়যন্ত্রে জেঁকে বসেছে আত্মঘাতী ফিতনার বিষাক্ত আভ্যন্তরীন আগ্রাসন।

মুসলিম উম্মাহর এ শোচনীয় ক্রান্তিলগ্নে ঈমান ও জাতীয় চেতনায় আত্মত্যাগী হওয়ার প্রয়োজন। প্রয়োজন সব মুসলমানকে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ হওয়া। ভুলে যাওয়া চাই নিজেদের পাহাড় সমান যাবতীয় মতভেদ । কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুসলমানরা আজ পরস্পর বিচ্ছিন্ন । কতিপয় চিহ্নিত মহল স্বার্থপরতা, অপবাদ-প্রবণতা ও অধুনা মুসলমানদের মাথায় জেঁকে বসা সাম্রাজ্যবাদীদের পূজায় লিপ্ত হওয়ার কারণে তারা বাড়াবাড়ির চরম সীমালংঘন করে চলেছে। তারা নিজেদেরকে "আহলে হাদীস" বলে দাবী করে, অথচ হাদীসের শিক্ষা সভ্যতা-ভদ্রতা, শিষ্টাচার ও আদব-কায়দা বলতে তাদের মধ্যে কিছুই নেই। বে-আদব ও অশালীন হওয়া এদের নিকট বীর পুরুষ হওয়ার সমতুল্য । প্রতিথযশা ইমামগণ ও

যুগশ্রেষ্ঠ অলি-বুযুর্গদের বিরুদ্ধে বিষোদগার রচনায় তাদের আত্মা কাঁপে না। মুখে বলে তারা সালাফী, অথচ সালাফে সালেহীন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দেয়া এবং তাঁদের বিরুদ্ধে অকথ্য অশালীন ভাষা ব্যবহার করা এদের চিরাচরিত অভ্যাস। ইখতিলাফের বিদ্যায় তো তারা একেবারেই অভিজ্ঞ কিন্তু ধর্মীয় ও সামাজিক শিষ্টাচার তথা সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এবং পূর্ববর্তী ইমামগণের পারস্পরিক হৃদ্যতাপূর্ণ আদর্শ অবলম্বন ও মতবিরোধের ক্ষেত্রে শরীয়তের মৌলিক নীতিমালা বা আদব-কায়দা রক্ষায় তারা সম্পূর্ণ নিস্পৃহ ও উদাসীন । মুস্তাহাব, মুবাহ ইত্যাদি বিষয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও মতপার্থক্য সৃষ্টি করে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত ও বিভক্ত করাই এদের মূল টার্গেট।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) আর হানাফী মাযহাবের বিরোদ্ধাচারণই তাদের আসল মিশন। তাই আমরা যদি বলি, পাখি আকাশে উড়ে তারা বলবে, না, পাখি সাগরে থাকে। যদি আমরা বলি মাছ সাগরে থাকে তারা বলবে, না, মাছ আকাশে উড়ে। সাম্প্রতিককালে তারা বিভিন্ন সংস্থার আড়ালে সেবার নামে, অর্থবলে অবান্তর চ্যালেঞ্জসমৃদ্ধ বিজ্ঞাপন ও মনগড়া কাল্পনিক, ভুয়া বই-পুস্তক ছড়িয়ে সরলমনা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত ও দ্বিধা বিভক্ত করার হীন চক্রান্তে মেতে উঠেছে।

এ পরিসরে 'তারাবীর নামাযের রাকাআত সংখ্যা' শীর্ষক কয়েকটি বিজ্ঞাপন ও বই-পুস্তক আমাদের হস্তগত হয়েছে। কয়েকটি বইতো তারা নিজেরাই আমাদের কাছে ডাকযোগে পাঠিয়েছে । অন্যত্রও তারা এগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে জনমনে ধূম্রজাল সৃষ্টি করে চলেছে।

ফলে বাস্তব অবস্থা অবগত হওয়ার জন্য অনেকেই তত্ত্ব ও তথ্যভিত্তিক দলীল প্রমাণ তালাশ করছেন।

তবে বাংলা ভাষায় এ সম্পর্কীয় তথ্যবহুল বই-পুস্তক যথেষ্ট না থাকায় অনুসন্ধিৎসু পাঠকমহলকে হতাশ হতে হয় । তাই সময়ের সল্পতা এবং মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়ে কলম ধরার অনাগ্রহ থাকা সত্ত্বেও "তারাবীর নামায ২০ রাকাআত কেন" শীর্ষক কয়েকটি লাইন আপনাদের খেদমতে উপস্থাপনের সুযোগ হয়েছে। আল্লাহ পাক আমাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে এ ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু মুসলিম মিল্লাতের পাথেয় হিসেবে কবুল করুন !

আমীন !

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

রফিকুল ইসলাম

প্রথম অধ্যায় ঃ

(তারাবীর নামায বিশ রাকাআত কেন ...

ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই তারাবীর নামায বিশ রাকা'আত আদায় করা হচ্ছে। পবিত্র মক্কা-মদীনা সহ সমগ্র মুসলিম বিশ্বে কোথাও এর কম পড়ার ইতিহাস নেই । সাহাবা ও তাবেয়ী যুগ এবং ইসলামের স্বনামধন্য সমস্ত ইমামগণ,যথা : ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ (রহ:) সবাই বিশ রাকাআত তারাবীর পক্ষে ছিলেন । (১)

তাই চৌদ্দশত বছর পর্যন্ত এ বিশ্বে ২০ রাকাআত তারাবীর পক্ষে দলীল প্রমাণ পেশ করার কোন প্রয়োজন ছিল না । সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকার এদেশে তাদের শাসন-শোষণ সুদৃঢ় করার লক্ষে মুসলমানদের মধ্যে যে সব মতবাদের জন্ম দিয়েছিল এর অন্যতম হলো 'আহলে হাদীস' (!) নামক নতুন দলটি । অধুনা বিশ্বে তারাই ৮ রাকাআত তারাবীহ নামক একটি মতবাদ রচনা করে জনমনে বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে চলছে । তাই অনুসন্ধিৎসু মুসলমানদের খেদমতে ২০ রাকাআত তারাবীর অসংখ্য দলীল-প্রমাণ হতে নিম্নেবর্ণিত কয়েক ধরণের দলীল উপস্থাপনের প্রচেষ্টা করবো । (ইনশাআল্লাহ)

(১) ইমাম মালেক (রহ:) থেকে একটি মত তো ৩৬ রাকা'আতেরও রয়েছে । দেখুন আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা, ইমাম মালেক -১/১৯৩ । আল কাফী ফিকহে

আহলে মদীনা -১/২৫৫। মুগনী ইবনে কুদামা -২/১৬৭। কিতাবুল উম , শাফেয়ী -১/২৬০। আলমাজমু শরহে মুহাজ্জাব -৪/৩২। বেদায়াতুল মুজতাহিদ ইবনে রুশ্‌দ্ মালেকী -১/১৫২। আল ফিকহু আলাল মাজাহিবিল আরবায়া'হ্ -১/৩০৯। ফাতহুল কাদীর, ইবনে হুমাম-১/৪০৬।

তারাবীর নামায ২০ রাকাআত পড়ার কয়েকটি দলীল নিম্নরূপ ঃ

১-✍রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ২০ রাকাআত তারাবীহ পড়েছেন, এমন মারফু'হাদীস ।

২-✍খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবাগণ ২০ রাকাআত তারাবীহ পড়ার প্রমাণ ।

৩-✍পবিত্র মক্কা-মদীনা সহ সমগ্র মুসলিম উম্মাহ ও সব ইমামগণের ঐক্যমতে তারাবীর নামায ২০ রাকাআত।

এ পরিসরে আমরা উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো অতিসংক্ষেপে বিশ্লেষণের প্রয়াস পাবো ।

☞... প্রথম দলীল:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২০ রাকাআত তারাবীহ পড়েছেন।

এ বিষয়ে ইমাম ইবনে আবী শাইবা (রহ:) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ মুসান্নাফে লিখেন ঃ-✍...

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ."

"হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে ২০ রাকাআত তারাবীহ ও বিতর পড়তেন । (২)

(২) মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা -২/৩৯৪/৭৭৭৪ , মুসনাদে আবদ ইবনে হুমাইদ ,পৃ ;২১৮ তাবরানী মু'জামে কাবীর -১১/৩১১/১২১০২ , মুজামে আওসাত -১/৪৪৪/৮০২, বায়হাক্বী, সুনানে কুবরা -২/৪৯৬।

উপরোক্ত হাদীস এবং আরো অন্যান্য দলীল প্রমাণের আলোকে (যা আমরা আলোচনায় প্রয়াস পাবো) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সোনালী যুগ থেকে আজ পর্যন্ত তারাবীর নামায ২০ রাকাআত চলে আসছে।

উল্লেখ্য যে, এই হাদীসটি হাদীস বিশারদগণের নীতিমালা অনুযায়ী যয়ীফ বা দুর্বল। কারণ এতে 'আবু শাইবা' নামক একজন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন । কিন্তু হাদীসটি দুর্বল বর্ণনায় আসা সত্বেও সর্বাপেক্ষা সহীহ (বিশুদ্ধ) হাদীস বা মুতাওয়াতির হাদীস এর ন্যায় বিশুদ্ধ বা প্রমাণযোগ্য । তাই হাদীসটি নির্দ্বিধায় আমল যোগ্য । তবে এ বিষয়ে চলমান বিশ্বের উদীয়মান তথাকথিত নামধারী কিছু গবেষক মুসলমানদেরকে সংশয়ে ফেলে ধুম্রজাল সৃষ্টি করতে চায় ! তাই এসব সংশয়ের নিরসনের প্রয়াস পাবো ।

(ক) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস কখনো দুর্বল হতে পারে না । তিনি যেমন মহান তাঁর বাণীও মহান । তবে হাদীসের বর্ণনাকারীদের প্রতি লক্ষ্য করে, হাদীসকে দুর্বল ও বিশুদ্ধ আখ্যায়িত করা হয়। এ মর্মে যে হাদীসের বর্ণনাকারীর মধ্যে যেমন দুর্বলতা লক্ষ্য করা যাবে হাদীসটি এতোই দুর্বল বলে বিবেচিত হবে এবং হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত কি না এমন সংশয়ের সৃষ্টি করে ।

তবে যদি ঐ বর্ণনাকারীর দুর্বলতা ও সংশয় চলে যাওয়ার মতো কোন কারণ ঐ হাদীসের সনদে বা মতনে পরিলক্ষিত হয় তখন হাদীসটি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। এমনকি 'কারণ' শক্তিশালী হলে কখনো কখনো দুর্বল হাদীসটিই এক পর্যায়ে বিশুদ্ধ ও সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত হয়। (৩)

(৩) দেখুন ... আন-নুকাত আলা মুকাদ্দামাতে ইবনে ছালাহ /আসক্বালানী -১/৪৯৪। ফতহুল মুগীস , সাখাবী-১/৩৩৩ ---

উপরোক্ত হাদীসের ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে । কারণ এই হাদীসটি সনদের বিবেচনায় দুর্বল, এতে একজন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছে । কিন্তু এই হাদীসের বক্তব্যের সমর্থনে অনেকগুলো 'শক্তিশালী ও বিশুদ্ধ কারণ রয়েছে'। রয়েছে খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কিরাম,তাবে'তাবেইন, মুজতাহিদ ইমামগণ ও মক্কা মদীনা সহ সমগ্র মুসলিম উম্মাহর আমল এবং তাঁদের ইজমা বা ঐক্যমত । আর এ ধরণের দুর্বল হাদীসকে "الضعيف المتلقى بالقبول" "দুর্বল হওয়া সত্বেও গৃহীত ও অনুসৃত " বলা হয় ।

আর এ ধরণের দুর্বল হাদীস এক বা একাধিক বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হাদীস অপেক্ষাও শক্তিশালী পরিগণ্য হয় ।

হাফেজ ইবনে হাজার (রহ:) লিখেন :-... " إذا تلقته الأمة بالقبول . ولا شك أن إجماع الأمة على القول بصحة الخبر أقوى من إفادة العلم من القرائن المحتفة ومن مجرد كثرة الطرق ."

"যে হাদীস অনুযায়ী আমল করা উম্মতের নিকট গৃহীত হয়েছে এবং যে বিষয় অনুযায়ী আমল করার প্রতি উম্মতের ঐক্য (ইজমা) চলে আসছে, নি:সন্দেহে তা গ্রহণ করার মতো অনেক কারণ ও বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হাদীস অপেক্ষাও শক্তিশালী। (৪)

--- তাদরীবুর রাবী সুয়ূতী -১/৬৭। রাকাআতে তারাবীহ ,মুহাদ্দিস হাবীবুর রহমান আ'যমী -৫৬-৬৩। তাহাক্বীকে মাসআলায়ে তারাবীহ , মাওঃ আমীন সফদর : ২০৫-২১৩।
(৪) আন-নুকাত আলা কিতাবে ইবনে ছালাহ/আসক্বলানী -১/৪৯৪।

ইমাম বদরুদ্দীন যারকাশী (রহ:) আরো সুস্পষ্টভাবে লিখেন-... "أن الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول عمل به على الصحيح حتى إنه ينزل منزلة المتواتر."

"দুর্বল হাদীস যদি উম্মত ব্যাপকভাবে গ্রহণ করে , তখন এর উপর আমল করা হবে। এটাই হলো বিশুদ্ধ নীতি । এমনকি তখন ঐ দুর্বল হাদীসটি মুতাওয়াতির বা বিপুল সংখ্যক সনদে বর্ণিত সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ হাদীসের পর্যায়ে পরিণত হবে"। (৫)

ইমাম ইবনে হাজার আসক্বালানী আরো লিখেন :-...

"من جملة صفات القبول أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث ، فإنه يقبل حتي يجب العمل به . وقد صرح بذلك جماعة من أئمة الأصول"

"হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার নিদর্শন সমূহের একটি হলো , উলামায়ে কিরামের এই হাদীসের বিষয় বস্তু অনুযায়ী আমল করতে একমত হওয়া। তখন ঐ হাদীসটি গ্রহণ করা হবে । এমনকি এর উপর আমল করা ওয়াজিব হবে । উসূলে হাদীসের ইমামগণ এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনা ব্যক্ত করেছেন। (৬)

(৫) আন-নুকাত আলা কিতাবে ইবনে ছালাহ/যারকাশী -১/৩৯০।
(৬) আন-নুকাত আলা কিতাবে ইবনে ছালাহ /আসক্বলানী -১/৪৯৪।

"ইমামুল আ'ছর" আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ:)-এর সুন্দর একটি সমাধান পেশ করেছেন ।

তিনি বলেন :-

" كان الإسناد لئلا يدخل فى الدين ما ليس منه ' لا ليخرج ما ثبت منه من عمل أهل الإسناد. "

"সনদের প্রয়োজন হয়েছে যাতে করে শরীয়তে নেই এমন কিছু শরীয়তে অনুপ্রবেশ করতে না পারে । যাদের উপর সনদ নির্ভর করে তাঁদের অনুসৃত আমলের দ্বারা যদি বিষয় বস্ত ৬প্রমাণ হয়ে যায় তাহলে সনদের অজুহাতে ঐ বিষয়কে বাহির করার জন্য সনদের ধারা চালু হয়নি। *

হাদীস বিশারদ ইমামগণের এই নীতিমালার আলোকে "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে (২০) বিশ রাকাআত তারাবীর নামায পড়েছেন " হাদীসটি বিশুদ্ধ হাদীস অপেক্ষাও বিশুদ্ধ মুতাওয়াতির পর্যায়ে গণ্য হয়েছে এবং এর উপর আমল করাও অপরিহার্য ।

(খ) জনৈক আধুনিক গবেষক তার একটি বইয়ে লিখেছেন , ২০ রাকাআত তারাবীর হাদীস অত্যন্ত দুর্বল । এমনকি তিনি এই হাদীসটিকে 'মাওযু'বা জাল হাদীস বলতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নি । তাই তার ভাষ্য মতে এ হাদীসটি অপর হাদীস দ্বারা অথবা অন্য কোন কারণেই শক্তিশালী ও আমলযোগ্য হবে না।

তার উত্তরে আমি দু'ধরণের সমাধান পেশ করতে চাই

* আল আজবিবাতুল ফাজেলা -২৩৮ ।

☞এক...

মুসলিম উম্মাহর সব ইমামগণ এ হাদীসটিকে উপরোল্লেখিত কারণে শক্তিশালী হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তবুও তার গবেষণা অনুযায়ী এ হাদীসটিকে শক্তিশালী বা গ্রহণযোগ্য মনে না করেন তাহলে, (২০) বিশ রাকা'আত তারাবীর তো আরো অনেক দলীল রয়েছে , ঐ সব দলীল থেকে যে কোন একটি দলীল গ্রহণ করার দ্বার তো তার জন্য খোলা রয়েছে । তার পরেও তিনি মুসলিম উম্মাহর ইজমা/ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন হলেন কোন স্বার্থে? হাদীসে আছে যে ব্যক্তি মুসলিম উম্মাহর ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন হবে সে এভাবেই জাহান্নামে থাকবে । (৭)

☞দুই...

গায়ের জোরে, মুখের বলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি হাদীসকে জাল বললেই জাল হয়ে যায় না । বাস্তবে যদি হাদীস হয় , আর এটাকে জাল বলা হয় তাহলে কিয়ামত দিবসে আল্লাহর উপস্থিতিতে অবশ্যই এর হিসাব দিতে হবে । ইতিপূর্বে যুগ যুগ ধরে অসংখ্য মুজতাহিদ-গবেষকদের আবির্ভাব এ পৃথিবীতে হয়েছে । তাঁদের কেউই ঐ হাদীসটিকে অত্যন্ত দুর্বল বা জাল হাদীস বলেন নি ; বরং যুগশ্রেষ্ঠ মুজতাহিদ ইমামগণ এই হাদীস ও এ বিষয়ের অন্যান্য দলীল প্রমাণের আলোকে সর্বকালেই বিশ রাকা'আত তারাবীর মতামত ব্যক্ত করে আসছেন। তবে উক্ত হাদীসে একজন বর্ণনাকারী আছেন 'ইবরাহীম বিন উছমান আবু শাইবা ' তাকে ইমামগণ দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন । তার কারণেই হাদীসটি দুর্বল ।

অন্যান্য সব বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। অবশ্য তার সম্পর্কে ইমামদের মন্তব্যে মত পার্থক্যও রয়েছে ।

(৭) তিরমিযী শরীফ ;৪/৪০৫/২১৬৭ , হাদীসটি হাসান।

যেমন , হাদীস শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ইমাম, "আল কামেল" গ্রন্থের লেখক

ইবনে আদী (রহ:) লিখেন :-...

" له أحاديث صالحة ' وهو خير من إبراهيم بن أبى حية "

"ইবরাহীম বিন উসমান আবূ শাইবার অনেক হাদীস বিশুদ্ধও আছে। আর সে ইবরাহীম বিন আবূ হাইয়্যা থেকে উত্তম "(৮)

আহলে হাদীস বন্ধুরা যাকে মিথ্যুক বলে, তাকে ইমাম ইবনে আদী বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনা করেন বলে সত্যায়ন করলেন । সাথে সাথে তাকে 'ইবনে আবূ হাইয়্যা' থেকে উত্তম বলে অভিহিত করলেন । অথচ ঐ ইবনে আবূ হাইয়্যা সম্পর্কে হাদীস শাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ **ইমাম ইবনে মাঈন (রহ:) বলেন** " شيخ ثقة كبير" "আবূ হাইয়্যা হলো হাদীস শাস্ত্রের শায়খ , নির্ভরযোগ্য উচ্চমাপের বর্ণনাকারী" । (৯)

উল্লেখ্য যে, ইমাম ইবনে আদী ইবরাহীম বিন উসমান আবূ শাইবাকে 'আবূ হাইয়্যা' থেকে উত্তম বলেছেন । আর আবূ হাইয়্যা যেহেতু নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি, তাই ইবরাহীম বিন উসমান আবূ শাইবাতো আরো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে প্রমাণিত হলো । কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের

আহলে হাদীস ভাইয়েরা এ সব উক্তি উপেক্ষা করে এগিয়ে চলেছে 'হট লাইনে ।

(৮) আল কামেল -১/২৪১।
(৯) লিসানুল মীযান ১/৫৩ (১২৭)।

অনেক ক্ষেত্রে তারা নিজেরাও ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় অসত্যের আশ্রয় নিচ্ছে। আরো লক্ষণীয় যে , ইবরাহীম বিন উসমান আবূ শাইবা সম্পর্কে

ইমাম ইয়াযীদ বিন হারুন (রহ:) লিখেন -...

"ما قضى على الناس رجل ' يعنى فى زمانه أعدل فى قضاء منه ."

"আবু শাইবার সময়কালে তাঁর চেয়ে ন্যায়পরায়ন বিচার মানুষের মধ্যে অপর কেউ করেনি"। (১০)

উল্লেখ্য যে, বিচারপতি মানুষের মধ্যে ন্যায়পরায়ন হবে, দুর্নীতির আশ্রয় নিবে না । আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সে কোন দুর্নীতির সুযোগ নিবে তা কল্পনাও করা যেতে পারে না । তবে বিচিত্র একটি ঘটনার কারণে তাঁর ব্যাপারে কারো মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে যার বিবরণ অবিলম্বে উপস্থাপন করা হবে ।

আশা করি এ আলোচনার আলোকে স্পষ্টভাবে বুঝে এসেছে যে, এধরণের একজন বর্ণনাকারীর হাদীসকে 'চরম দুর্বল বা জাল' বলা একমাত্র প্রতিহিংসার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয় । তাই যুগ যুগ ধরে কোন ইমাম তা করেন নি । কিন্তু নতুন যুগের গবেষক হয়েও প্রাক্তন ও দক্ষ বিচক্ষণ এবং ন্যায়পরায়ন ইমামদের নীতিতে অটল থাকার তৌফিক হলো না, তাদেরকে আপন মতাদর্শে পুণর্বিবেচনার অনুরোধ জানাচ্ছি।

(গ) মুসলমানদেরকে বিব্রত করা ও সংশয়ে ফেলার জন্য তাদের আরেকটি পদ্ধতি হলো ,তারা ইমাম শু'বার একটি বাক্য বিকৃতঅর্থে পেশ করে ।

(১০) মু'জামু আছামী আর রুয়াত - ১/৫৬, তাহযীব-১/১৪৫।

তারা বলে উপরোল্লেখিত হাদীসের বর্ণনাকারী ইবরাহীম বিন উসমান আবূ শাইবা, যার আলোচনা ইতিপূর্বেও হয়েছে, তাকে ইমাম শু'বা বলেছেন :" كذاب " 'মিথ্যুক' । নাউযুবিল্লাহ-ইমাম শু'বা এমনভাবে বলেন নি বরং তাদের কারচুপিটা বুঝার জন্য আমি কুরআনে কারীম থেকে একটি উদাহরণ পেশ করি, কুরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন "তোমরা নামাযের কাছেও যেও না, যখন তোমরা নেশা গ্রস্থ হও"। (১১) জনৈক ভদ্রলোক এ আয়াতের শেষ অংশটা ছেড়ে শুধু প্রথম অংশটা গ্রহণ করেছে । আর এরই ভিত্তিতে নামাযটা বিদায় দিয়েছে চিরদিনের জন্য। কেননা কুরআনে আছে তোমরা নামাযের কাছেও যেও না !

এভাবেই তারা ইমাম শু'বার উক্তিটির প্রথম অংশটা গ্রহণ করে শুধু বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে । আসলে ব্যাপারটি হলো, ইমাম শু'বা আবু শায়বাকে বিশেষ একটি ঘটনায় মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে । ঘটনাটি হলো- আবূ শায়বা তাঁর উস্তাদ হাকাম এর সূত্রে ইবনে আবী লায়লা থেকে বর্ণনা করেন যে, সিফফীন যুদ্ধে সত্তর জন বদরী সাহাবী শরীক ছিলেন । এ কথা শুনে শু'বা (রহ:) বলেন :-

" كذب والله لقد ذاكرت الحكم ذاك وذكرناه في بيته فما وجدنا شهد صفين واحد من أهل بدر غير خزيمة بن ثابت."

"সে মিথ্যা বলেছে , আল্লাহর শপথ; আমি হাকামের সহিত আলোচনা করে শুধু একজন বদরী সাহাবী পেয়েছি , তিনি হলেন খুযাইমা (রা:) (১২)

(১১) সূরায়ে নিসা–আয়াত ৪৩।
(১২) আল কামেল, ইবনে আদী ১/২৩৯ (৩১)

এতে বোঝা গেলো যে, ইমাম শু'বা তাঁর হাদীস গ্রহণ করা না করার ব্যাপারে কোন মন্তব্যই করেননি । বরং বিশেষ একটি ঘটনার বর্ণনায় তার কথাকে অসত্যায়ন করেছেন । মুলত ঐ ঘটনায় ইমাম শু'বার নিজেরই ভুল হয়েছে, একারণেই ইমাম যাহাবী শু'বার কথাকে খণ্ডন করে বলেন :-
"سبحان الله ! أما شهدها علي ؟ أما شهدها عمار ؟

'বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার ; সিফফীনে কি হযরত আলী (রা:) শরীক ছিলেন না? হযরত আম্মার (রা:) শরীক ছিলেন না ? (১৩)

হযরত আলী (রা:) ও আম্মার (রা:) তো বদরী ছিলেন ,তারাও তো সিফ্ফীনে শরীক ছিলেন। তাহলে তো এখানেই তিনজন হয়ে গেল ,তাহলে শু'বার কথা ঠিক হলো কি করে ?

উক্ত ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেই হাফেয ইবনে হাজার (রহ:) আবূ শাইবা সম্পর্কে বলেন :- "كذبه شعبة فى قصةٍ" "তাকে শু'বা নির্দিষ্ট একটি ঘটনায় অসত্যায়ন করেছেন"(১৪)

এছাড়াও আরবী ভাষায় 'কিযব' বা মিথ্যা শব্দটি কখনো 'ভুল বলেছে ' অর্থে ব্যবহৃত হয় । যেমন বিতর নামাযের হুকুম সম্পর্কীয় এক হাদীসে আছে :- " كذب أبو محمد" "আবূ মুহাম্মাদ ভুল বলেছে । (১৫) এ মর্মে শু'বার উক্তির অর্থ হবে, ইমাম শু'বা (রহ:) ইবরাহীমের বর্ণিত ঘটনাকে

(১৩) মীযানুল এ'তেদাল -১/৪৭(১৪৫)
(১৪) তাহযীবুত্ তাহযীব ১/১৪৫(২২৯)
(১৫) আবু দাউদ শরীফ ২/১৩০(১৪২০) আউনুল মা'বুদ শরহু আবী দাউদ ৪/১৭৪।

ভুল আখ্যা দিয়েছেন। আর মানুষের ক্ষেত্রে ভুল হওয়া স্বাভাবিক । (১৬) আর বাস্তবে তো আবূ শাইবা ভুল করেন নি, ভুল করেছেন শু'বা নিজেই। (ভুল করলেই যদি মিথ্যা বলেছে বলে অপবাদ দিতে হয় তাহলে এ ঘটনায় ইমাম শু'বাকে-ই 'মিথ্যা বলেছেন বলে অভিহিত করতে হয়' তবে আমরা এমন বলার পক্ষে নই।)

এধরণের বিচিত্র ভুলের কারণে তার হাদীস গ্রহণ করা যাবে না এমন কোন নীতি , কোন ইমাম আদৌ ব্যক্ত করেন নি। (১৭)

(ঘ) আহলে হাদীস বন্ধুদের অন্যতম একটি সংশয় হলো, ২০ রাকাআত তারাবীর হাদীসটি দু'টি হাদীসের সংগে সংঘর্ষ হয় ।

☞একটি হলো...আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত হাদীস "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে এবং রমযান ছাড়া কখনো (বিতর সহ) ১১ রাকা'আতের বেশী পড়েন নি"। (১৮)

☞দ্বিতীয় হাদীসটি... হলো , জাবের (রা:) থেকে বর্ণিত "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম: আট রাকাআত নামায পড়েছেন। (১৯)

তাদের ভাষ্যমতে এ দু'টি হাদীস দ্বারা আট রাকাআত তারাবীহ প্রমাণ হয় । তাই এই সহীহ হাদীস দু'টির সঙ্গে ২০ রাকাআত তারাবীর হাদীসটি সংঘর্ষ হওয়ার ফলে বুঝা যায়, বিশ রাকাআতের হাদীসটি জাল !

(১৬) দেখুন ☞...আল কামেল ইবনে আদী ১/২৩৯। মীযানুল ই'তেদাল:১/৪৭ (১৪৫)
(১৭) কিতাবুত্ তামীয, ইমাম মুসলিম পৃষ্ঠা ২, শরহু ইলালিত্ তিরমিযী ১/৩৯৬।
(১৮) সহীহ বুখারী ২/৬১৯ (২০১৩)।
(১৯) তাবরানী আল মু'জামুল আওসাত ৪/৩২৬ (১৭৯৬)। ইবনে হিব্বান ২/২৯০(২৫৪৯)।

☞ **নিরসন ...** এব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা পরে আসবে । সংক্ষেপে কথা হলো : আয়েশা (রা:) এর হাদীসে তারাবীর কোন আলোচনাই নেই ; বরং এতে বর্ণনা করা হয়েছে , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম , তাহাজ্জুদ নামায ৮ রাকাআত পড়তেন । কেননা হাদীসেই উল্লেখ আছে উক্ত নামায রমযান ও রমযান ছাড়াও পড়তেন । আর তারাবীহ তো রমযান ছাড়া পড়া হয় না ।

☞ **দ্বিতীয়ত ...** জাবের (রা:) থেকে বর্ণিত হাদীসের সূত্রে "ঈসা বিন জারিয়া" নামক একজন অতি দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন । ফলে হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল। তাই এই হাদীসটি তো গ্রহণযোগ্য বা উল্লেখযোগ্য নয়। অতএব বস্তুত ২০ রাকাআত তারাবীর নামাযের ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় এমন কোন হাদীসই নেই ।

সুতরাং অন্য কোন হাদীসের সঙ্গে সংঘর্ষমুখী বলে ২০ রাকাআত তারাবীর নামাযের হাদীস পরিহার করা বা জাল হাদীস বলে আখ্যায়িত করার কোন অবকাশ নেই ।

(ঙ) হাদীসটি হযরত আয়েশা (রা:)-এর একটি হাদীস ও জাবের (রা:)-এর হাদীসের বিপরীত হয়। কেননা, এই হাদীসে বলা হয়েছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে জামাত ছাড়া নামায পড়েছেন ।

আর আয়েশা ও জাবের (রা:) এর হাদীসে জামাতের সঙ্গে নামায পড়েছেন বলে উল্লেখ আছে, এ কারণে হাদীসটি 'মওযু' জাল।

☞**সমাধান...** ইবনে আবী শাইবা, আবদ্ ইবনে হুমাইদ ও তাবরানীর 'কাবীর' ও 'আওসাত' গ্রন্থে উক্ত হাদীসে "জামাত ছাড়া" কথাটি নেই । শুধু বাইহাক্বীর বর্ণনায় একটি সূত্রে পাওয়া যায় । শুধু মানসূর ইবনে আবূ মুযাহিম ঐ শব্দটি উল্লেখ করেছেন।

আর মানসূরের তুলনায় অপর বর্ণনাকারীদের বর্ণনাগুলো শক্তিশালী । তাই তাঁদের বর্ণনাই প্রাধান্য পাবে । আর যদি জামাত ছাড়া কথাটিকে সহীহ ধরেও নেওয়া হয়, তবে এটাকে ভিন্ন ঘটনা আখ্যা দিলে তো আর কোন বিরোধিতা থাকে না ।

মুসলিম শরীফে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে দেখা যায়, তাঁরা কয়েকজন এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে তারাবীতে দাঁড়িয়ে যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের উপস্থিতি টের পেয়ে নামায সংক্ষিপ্ত করে ভেতরে চলে যান । (মুসলিম ২/৭৭৫/১১০৪।

এ ঘটনাটিও আয়েশা (রা:) এর বর্ণিত হাদীসের বিপরীত। তাই বলে কি এটিকেও জাল বলতে হবে ? হাফেজ ইবনে হাজার (রহ:) তো বলেছেন :- " والظاهر أن هذا فى قصة أخرى " "বাহ্যত এটা ভিন্ন কোন ঘটনা হয়ে থাকবে"। (২০)

অধিকন্তু পূর্বেও বলা হয়েছে ,জাবের (রা:) এর হাদীসটিও দুর্বল । তাই বারবার আলোচ্য হাদীসকে জাবের (রা:) এর হাদীসের বিপরীত বলে এটিকে জাল আখ্যা দেয়ার প্রয়াস অবান্তর।

(২০) দেখুন ☞...ফাতহুল বারী ; ৩/৮।

দ্বিতীয় দলীল

❀❀ সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীগণ ২০ রাকাআত তারাবীহ পড়েছেন ❀❀

সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এর অনুসৃত আদর্শ এবং তাঁদের উক্তি ও আমল ইলমে হাদীসের কিছু নিয়মনীতি ও শর্ত সাপেক্ষে জমহুরে উম্মত,ও চার মাযহাবের ইমাম-মুজতাহিদগণের নিকট অনুসরণীয় তথা শরীয়তের যাবতীয় ক্ষেত্রে প্রমাণযোগ্য। (২১)

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী ও আমলকে যেমন হাদীস বা সুন্নত বলা হয়, তেমনিভাবে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এর উক্তি ও আমলকেও হাদীস বা সুন্নত বলা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ;

فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ »

"যেনে রেখো ! আমার পর তোমাদের যারা জীবিত থাকবে তারা বহু মতপার্থক্য দেখতে পাবে। তখন তোমাদের উপর আমার সুন্নত , আমার হেদায়েত প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীন- সাহাবাগণের সুন্নত আঁকড়ে ধরা ওয়াজিব। মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরবে, মাড়ির দাঁত দিয়ে শক্তভাবে কামড়ে রাখবে ...। আর ধর্মীয় বিষয়ে নবাবিষ্কৃত বিষয়াদি থেকে সতর্ক থাকবে ।

কেননা নবাবিষ্কৃত প্রতিটি বিষয়ই বিদআত, আর সকল বিদআতই ভ্রষ্টতা"। (২২)

(২১) দেখুন, আল-আজবীবাতুল ফাজেলা, ইমাম লাক্ষ্ণৌভী ;২২৫,যফরুল আমানী ; ৩৩২। মু'জামু মুস্তালাহাতিল হাদীস, ড.মু,জিয়া আযমী ; ৫০৭।

(২২) তিরমিযী শরীফ ; ৫/৪৩/২৬৭৬। আবু দাউদ শরীফ ;৫/১৩/৪৬০৭।

অপর হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান ঃ-

وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا: ومن هي ؟ يا رسول الله ! قال ما أنا عليه وأصحابي "

"আমার উম্মত ৭৩ টি দলে বিভক্ত হবে, তন্মধ্যে কেবল মাত্র একটি দল ব্যতীত অপরাপর সবাই দোযখী হবে। (তা শুনে) সাহাবাগণ আরজ করলেন , ইয়া রাসূলাল্লাহ ! মুক্তিপ্রাপ্ত এই দলটির পরিচয় কি ? তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম , ইরশাদ করেন ; যারা আমার এবং আমার সাহাবাদের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে" । (২৩)

কুরআন ও হাদীসে এমন অসংখ্য দলীল প্রমাণ রয়েছে যেগুলোর আলোকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে সাহাবাগণের উক্তি ও আমল আমাদের জন্য আদর্শ এবং অনুসরণীয় তথা শরীয়তের দলীল। (২৪)

তাই তাঁদের উক্তি ও আমলকে হাদীস বা সুন্নত বলা হয়। বরং তাঁদের উক্তি বা আমল যেগুলো কিয়াস ও গবেষণার মাধ্যমে বলার যোগ্য নয় , শুধু ওহীর মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব যেমন নামাজের তাকবীর ও নামায কতো রাকাআত হবে, এসব ক্ষেত্রে সাহাবাগণের উক্তি ও আমলকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উক্তি ও আমল থেকে নিসৃত বা (মারফূয়ে হুকমী) গণ্য করা হয়। (২৫)

(২৩) তিরমিযী শরীফ ; ৫/২৬/২৬৪১।

(২৪) বিস্তারিত দেখুন , লেখকের বই "ঈদের নামায ৬ তাকবীরে কেন ?

(২৫) ফাতহুল মুগীছ ; ১/১৪৪ , তাদরীবুর রাবী ১/১৯০।

কেননা তারাতো কুরআন নাযিলের অবস্থা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছেন, দেখেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমল সমূহ, শুনেছেন তাঁর অমীয় বাণী । তাঁরাইতো এসবকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন সবার আগে। তাই তাঁদের উক্তি ও আমল হলো কুরআন সুন্নাহ তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতিচ্ছবি।

বিশেষ করে কোন একটি বিধানের ক্ষেত্রে যদি তাঁদের সম্মিলিত (ঐক্যবদ্ধ) কর্ম ধারা চলে আসে এবং তাঁদের পরবর্তীদের মাঝেও ঐ বিধানটি পর্যায়ক্রমে যুগে যুগে ধারাবাহিকভাবে চলে আসে , তখন ঐ বিধানটি এক-দুইটি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত সহীহ হাদীস থেকেও অনেক শক্তিশালী (মুতাওয়াতির) দলীলে প্রমাণিত হয়। তাই তারাবীর নামায সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরাম (রা:) এর আমল ও মতামত আংশিক আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করছি।

☞...হযরত আবূবকর ছিদ্দীক (রা:) এর যুগে তারাবীহ

নিয়মিত জামাতের সহিত তারাবীর নামায পড়লে এ নামাযটি উম্মতের উপর ফরজ হয়ে যাবে , এমন আশঙ্কায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এই নামাযের নিয়মিত জামাত পড়াননি। বরং অধিকাংশ সময় একাকীই পড়তেন। সাহাবায়ে কিরাম মসজিদে বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট জামা'আতে পড়তেন। কেউ কেউ একাকীও পড়তেন।

তাঁর পর প্রথম খলীফা হযরত আবূবকর ছিদ্দীক (রা:) এর যুগেও এই অবস্থাই ছিল। তিনি রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করে এতে কোন পরিবর্তন বা সবাইকে এক ইমামের পেছনে জামা'আতবদ্ধ করার প্রয়োজন মনে করেননি।

☞...হযরত ওমর (রা:) এর যুগে তারাবীহ

রমযানের প্রতি রাতে ইশার নামাযের পর জামা'আতের সঙ্গে তারাবীর নামায পড়া ও তাতে কুরআন শরীফ খতম করার ধারাবাহিকতা হযরত ওমর (রা:) এর খিলাফতকালে শুরু হয়।

হযরত আব্দুর রহমান আলকারী (রহ.) বলেন ; আমি রমযান মাসে হযরত ওমর (রা:) এর সঙ্গে মসজিদে গেলাম, দেখলাম, লোকজন বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে তারাবীর নামায পড়ছেন। কেউ একা পড়ছেন, আবার কেউ দু'চারজন সঙ্গে নিয়ে পড়ছেন। তখন হযরত ওমর (রা:) বললেন, তাদের সাবাইকে যদি এক ইমামের পেছনে জামা'আতবদ্ধ করে দেই তাহলে মনে হয় উত্তম হবে। এর পর তিনি তাদেরকে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা:) এর পিছনে এক জামা'আতবদ্ধ করে দিলেন। (২৬)

হযরত ওমর (রা:) এর উক্ত সিদ্ধান্তের কারণ হিসেবে ইমাম ইবনে আব্দুল বার (রহ.) তার বিখ্যাত গ্রন্থ "আত তামহীদ" এ লিখেন... 'হযরত উমর (রা:) এখানে নতুন কিছুই করেননি, তিনি তা-ই করেছেন যা খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করতেন। কিন্তু শুধু এই আশঙ্কায় যে নিয়মিত জামা'আতে পড়লে, উম্মতের উপর তারাবীর নামায ফরজ হয়ে যেতে পারে। তাই তিনি নিজে জামা'আতের ব্যবস্থা করেননি। উমর (রা:) বিষয়টি ভালোভাবে জানতেন। তিনি দেখলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর ওহী বন্ধ হয়ে গেছে , সুতরাং তারাবীর নামায ফরজ হওয়ার এখন আর আশঙ্কা নেই।

তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পছন্দ মোতাবেক ১৪ হিজরীতে জামা'আতে পড়ার ব্যবস্থা করেন।

(২৬) বুখারী শরীফ ; ২/৬১৮/২০১০,মুয়াত্তা মালেক :১/১১৪।

আল্লাহ তায়া'লা যেন এই মর্যাদা ও সুযোগ তার জন্যই রেখে দিয়েছিলেন। আবূবকর ছিদ্দীক (রা:) এর অন্তরে এই বিষয়টি উদয় হয়নি। যদিও তিনি সামগ্রিকভাবে উত্তম ও অগ্রগণ্য ছিলেন। (২৭)

বিঃ দ্রঃ-

উপরোক্ত বর্ণনাটি বুখারী শরীফ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। যা সবার দৃষ্টিতে সহীহ-বিশুদ্ধ। এতে শুধু উল্লেখ আছে যে, উমর (রা:) একজন ইমামের পিছনে সবাইকে জামা'আতবদ্ধভাবে নামায পড়ার ব্যবস্থা করেছেন। কত রাকাআত তারাবীহ পড়বেন এ বিষয়ে তিনি কিছুই বলেননি। তাই যারা বলে, ২০ রাকাআত তারাবীহ হলো উমরী নামায (!) তারা দু'টি উত্তর জেনে নিবেন।

এক ☞... তিনি ২০ রাকা'আতের নিয়ম চালু করেননি ; বরং তাদের এ দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। তিনি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে চলে আসা ঐ ২০ রাকা'আতেরই অনুসরণ করে চলেছেন। তিনি শুধু সবাইকে জামা'আতবদ্ধ হওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

দুই ☞... তিনি ২০ রাকা'আত তারাবীর পদ্ধতি চালু করেছেন বলে যদি কেউ স্বীকার করে নেয় তাহলেও তো আমাদের জন্য এ পদ্ধতি মানা ওয়াজিব।

কেননা তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠতম সাহাবী, খোলাফায়ে রাশেদীনের অন্যতম একজন। তাঁর কর্ম, কথা, আদেশ-নির্দেশ সবই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের

মতো গ্রহণযোগ্য সুন্নত এবং শরীয়তে প্রমাণযোগ্য। যা ইতিপূর্বেই সংক্ষেপে আলোচনা করেছি।

(২৭) আত তামহীদ ;৮/১০৮-১০৯ , দেখুন ☞... ইশরাকুল মাসাবীহ ফি ছালাতিত তারাবীহ , আ.ওয়াহহাব সাবাকী ;১/৬১।

এ পরিসরে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তারাবীর নামায যখন একাকী পড়া হতো বা জামা'আতে পড়ার কোন বাধ্যবাধকতা ছিলনা তখন তারাবীর নামায কতো রাকা'আত পড়া হবে এ বিষয়ে তেমন আলোচনা-পর্যালোচনার প্রয়োজন হয়নি। সে জন্যই তারাবীর নামায কতো রাকা'আত পড়া হবে , সে বিষয়ে ঐ সময়ের নির্দিষ্ট সংখ্যাভিত্তিক বর্ণনা অত্যন্ত বিরল। কিন্তু যখন থেকে জামা'আতবদ্ধভাবে একই ইমামের পিছনে প্রতিদিন নামাযের পদ্ধতি আরম্ভ হয়, মানুষের উপস্থিতি ও সমাগমও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারাবীর রাকা'আত সংখ্যাও তখন আর গোপন থাকেনি ; বরং ব্যাপকভাবে আলোচনা-পর্যালোচনা এবং সাহাবী তাবেয়ীগণ পরস্পর ও পরবর্তীদের নিকট বর্ণনা করতে থাকেন। এ ধরনের কয়েকটি বর্ণনা আমরা নিম্নে উপস্থাপন করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ !

সাহাবী সায়েব বিন ইয়াযীদ (রা:) এর বর্ণনা

সাহাবী সায়েব বিন ইয়াযীদ (রা:) এর বর্ণনাটি কয়েকটি সূত্রে পৌঁছেছে। সেগুলো হলো নিম্নরূপ ঃ-

এক ☞... মুহাম্মাদ ইবনে আবী যিব বর্ণনা করেন ইয়াযীদ বিন খুসায়ফা থেকে, আর তিনি বর্ণনা করেন সাহাবী হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ (রা:) থেকে, তিনি বলেন :

كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً - قَالَ - وَكَانُوا يَقْرَءُونَ بِالْمِئِينِ ، وَكَانُوا يَتَوَكَّئُونَ عَلَى عِصِيِّهِمْ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ شِدَّةِ الْقِيَامِ.

"তারা (সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীগণ) হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা:) এর যুগে ২০ রাকা'আত পড়তেন। তিনি আরো বলেন , তারা নামাযে (১০০) একশত আয়াত বিশিষ্ট সুরা সমূহ পড়তেন। এবং হযরত উসমান (রা:) এর যুগে দীর্ঘ সময় নামাযের কারণে তাঁদের লাঠিতে ভর করে দাঁড়াতে হতো"। (২৮)

দুই ☞...মুহাম্মাদ ইবনে জাফর (রহ.) বলেন , আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইয়াযীদ বিন খুসায়ফা , আর তিনি বর্ণনা করেছেন সাহাবী হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ (রা:) থেকে তিনি বলেন :

« كنا نقوم في زمان عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر »

"আমরা উমর ইবনে খাত্তাব (রা:) এর যুগে ২০ রাকা'আত এবং বিতর পড়তাম। (২৯)

তিন ☞...তৃতীয় সূত্রটি হলো হারেস ইবনে আঃ রহমান ইবনে আবী যুবাব বলেন , সাহাবী হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ (রা:) বলেন :

" كنا ننصرف من القيام على عهد عمر وقد دنا فروع الفجر وكان القيام على عهد عمر ثلاثة وعشرين ركعة ."

"আমরা উমর (রা:) এর যুগে ফজরের কাছাকাছি সময়ে তারাবীর নামায থেকে ফিরতাম। আর উমর (রা:) এর যুগে তারাবীহ হতো (বিতর সহ) ২৩ রাকা'আত"। (৩০)

(২৮) আস্ সুনানুল কুবরা , বাইহাক্বী ; ২/৪৯৬। (সনদ সহীহ্)

(২৯) মা'রিফাতুস সুনান অল আসার , বাইহাক্বী ; ২/৩০৫ ও আস্ সুনানুল

কুবরা , বাইহাক্বী ; ১/২৬৭-২৬৮ , (সনদ সহীহ্)
(৩০) মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ; ৪/২৬১-১৬২/৭৭৩৩। (সনদ নির্ভরযোগ্য)

চার ☞...সাহাবী হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ (রা:) থেকে ৪র্থ সূত্রটি হলো,

ইমাম আব্দুর রাজ্জাক দাউদ ইবনে ক্বাইস প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেন , তারা মুহাম্মাদ বিন ইউসূফ থেকে, আর তিনি সাহাবী হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ (রা:) থেকে বর্ণনা করেন ;

أن عمر جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب وعلى تميم الداري على إحدى وعشرين ركعة

" হযরত উমর (রা:) জনগণকে উবাই ইবনে কা'ব ও তামীমে দারীর পেছনে রমযান মাসে (এক রাকা'আত বিতর সহ) ২১ একুশ রাকা'আত পড়ার জন্য একত্র করতেন"। (৩১)

হযরত উমর (রা:) এর যুগে তারাবীর নামায ২০ রাকা'আত পড়া হতো এ হাদীসটির কয়েকটি বিশুদ্ধ সূত্র হতে আমি উপরে চারটি সূত্র (সনদ) উল্লেখ করেছি । হাদীস শাস্ত্রের বিখ্যাত সব ইমাম ও হাফেযগণ এই হাদীসটিকে যুগ যুগ ধরে সহীহ্ বলে আসছেন। তন্মধ্যে ইমাম নববী, ইমাম সুবকী, ওলিউদ্দীন ইরাকী, ইবনুল আররাক, জালালুদ্দীন সুয়ূতী, মোল্লা আলী আল-ক্বারী, ইমাম নিমাভী প্রমুখ বিষেশভাবে উল্লেখযোগ্য। (৩২)

উল্লেখ্য যে, একটি সহীহ্ হাদীস যখন একাধিক বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়ে আসে তখন তা আরো শক্তিশালী এমনকি কখনো কখনো সর্বাপেক্ষা সহীহ্ বা মুতাওয়াতির হাদীসের মর্যাদায় পৌঁছে এবং এর কোন সূত্রে আংশিক ত্রুটি

(৩১) মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ; ৪/২৬০-১৬১/৭৭৩০। (সনদ সহীহ্।)
(৩২) আত তা'লীকুল হাসান , নিমাভী ; ২৫১-২৫২, ইলাউস সুনান ;৭/৭৪ , মিরকাত ;৩/৩৫৪, নাসবুর রায়াহ ;২/১৫৪,আল-মাজমু শরহে মুহায্যাব ;৩/৫২৭, আল- মাসাবীহ ফি সালাতিত তারাবীহ -আলহাভী ;১/৩৪৮।

থাকলেও তা মার্জনীয় বলে প্রমাণিত হয়। (৩৩) কিন্তু দুঃখজনক সত্য হলো, আখেরী যামানার দু'জন আহলে হাদীস গবেষক (!) তা সহ্য করতে পারেনি । তাই ঐ বিশুদ্ধ হাদীসটিকে ত্রুটিযুক্ত সাব্যস্ত করার জন্য তারা আদাজল খেয়ে নেমেছেন।

তারা যা মানে না , এতে ত্রুটি দেখাতেই হবে (!) খুঁত বের করতেই হবে (!) পরিস্থিতিটা যেন আমাদের দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের মতোই। এই প্রতিহিংসার নীতিতে যুগশ্রেষ্ঠ বিচক্ষণ ইমামগণের সর্বসম্মত রায়কে তারা উপেক্ষা করে চলে। ফলে তারা অবান্তর আজগুবী ধারা রচনা করা , অসাধ্য লুকোচুরীর আশ্রয় নেয়া এবং অসংখ্য খেয়ানত ও অসাধুতা অবলম্বন করা , ইত্যাদি পথ বেছে নিয়েছে । (৩৪)

অথচ ইতিপূর্বে কোন তথ্যভিত্তিক গবেষক ইমাম ঐ হাদীসটিকে যয়ীফ বা দুর্বল ইত্যাদি কোন মন্তব্য করেননি । তাই সৌদী আরব থেকেই তাদের সঠিক প্রতিউত্তর হিসেবে বেশ কয়েকটি বই লিখে তাদের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। (৩৫)

এসব বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কিতাবের আলোকে নিম্নে এ বিষয়ে আংশিক আলোচনা করবো। যাতে করে তাদের আসল উদ্দেশ্য ও এর বাস্তব রূপ সবাই সহজে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। আলোচনার সহায়ক হিসেবে হাদীসের সনদগুলো প্রথমেই চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরবো। এতে পূর্বোল্লেখিত ৪টি সনদ এবং ঐ হাদীসেরই ৪র্থ সনদের একটি শাখা, যাতে ৮ রাকা'আতের বর্ণনা আছে।

(৩৩) মোকাদ্দামায়ে ইবনুস সালাহ্ ; পৃ ; ২১, ৫৩।
(৩৪) দেখুন ☞... তুহফাতুল আহওয়াযী , ছালাতুত তারাবীহ ।
(৩৫) দেখুন , সৌদী আরবের কেন্দ্রীয় দারুল ইফতার সাবেক গবেষক ইসমাইল ইবনে মুহাম্মাদ আনসারী প্রণীত "তাসহীহু হাদীসি সালাতিত তারাবীহ ইশরীনা রাকা'আতান ওয়ার রাদ্দু আ'লাল আলবানী ফী তাযয়ীফিহী"

আলোচনার সুবিধার্থে আমি ঐ সব সনদের চিত্রটি নিম্নে পেশ করলাম।

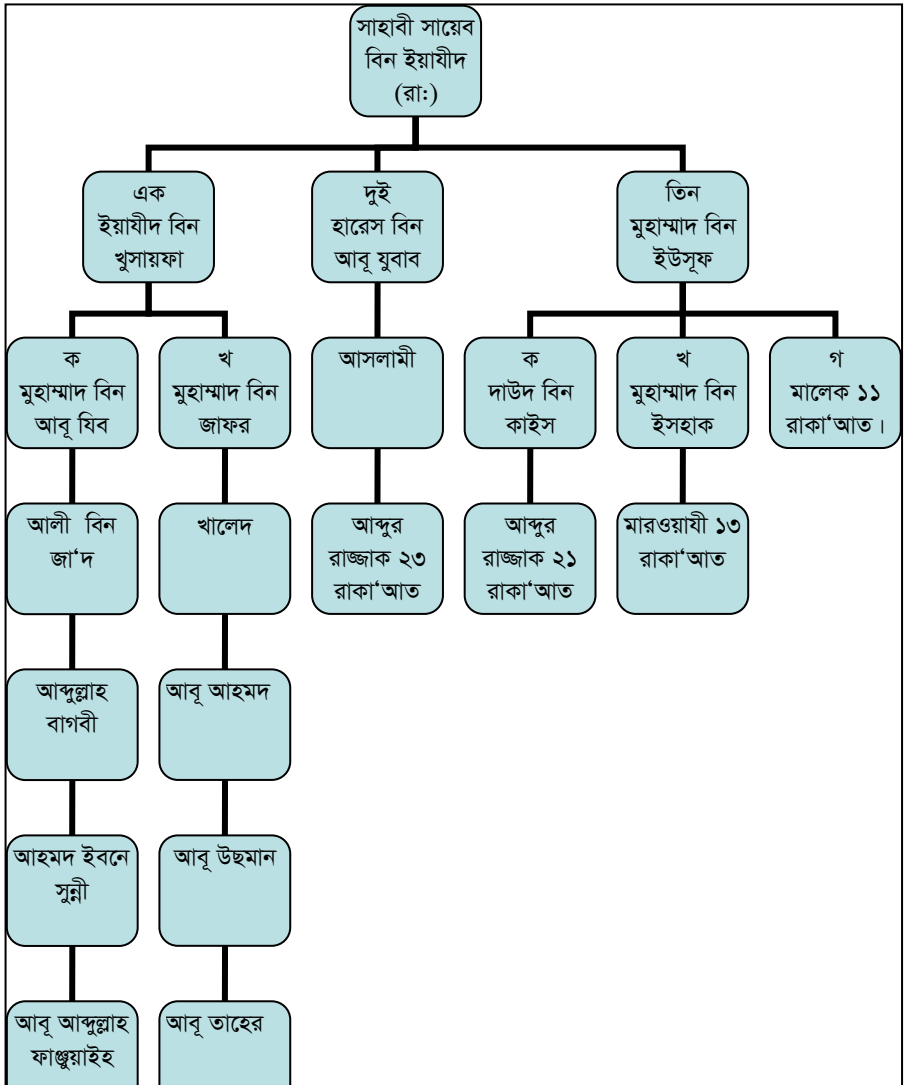

সম্মানিত পাঠকগণ ! আপনারা উপরের চিত্রে অবশ্যই প্রত্যক্ষ করেছেন যে , পূর্বোল্লেখিত হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ (রা:) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তার তিনজন ছাত্র ...

এক ☞... ইয়াযীদ বিন খুসায়ফা,
দুই ☞... হারেস বিন আবূ যুবাব,
তিন ☞... মুহাম্মাদ বিন ইউসূফ,

প্রত্যেক ছাত্র থেকে বর্ণিত হাদীস আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। প্রথম ছাত্র ইয়াযীদ বিন খুসায়ফা থেকে তাঁর দুই ছাত্র দুইটি সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

(ক) মুহাম্মাদ বিন আবূ যিব, তার সনদে হাদীসটি ইমাম বাইহাকী 'আস-সুনানুল কুবরায়' বর্ণনা করেন। এতে ২০ রাকা'আত তারাবীর কথা উল্লেখ হয়েছে।

(খ) মুহাম্মাদ বিন জাফর, তার সনদে হাদীসটি ইমাম বাইহাকী 'মা'রেফাতু সুনান' নামক কিতাবে বর্ণনা করেন। এতে ২০ রাকা'আত তারাবীর বর্ণনাই এসেছে।

দ্বিতীয় ছাত্র হারেস বিন আবূ যুবাবের হাদীস ২৩ রাকা'আত, বা ৩ রাকা'আত বিতর ব্যতীত ২০ রাকা'আত তারাবীহ, মুসান্নাফে আ:রাজ্জাকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয় ছাত্র মুহাম্মাদ বিন ইউসূফের হাদীস ২১ রাকা'আত, বা ১ রাকা'আত বিতর ব্যতীত ২০ রাকা'আত, তারাবীর বর্ণনা। এটিও মুসান্নাফে আ:রাজ্জাকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

মুহাম্মাদ বিন ইউসূফ থেকে বর্ণিত এই সনদের অপর শাখায় "১৩ রাকা'আতের" ব্যতিক্রম ও গড়মিলভাবে বর্ণিত হয়েছে। তার সূত্রে ইমাম মালেক (রহ.) ১১ রাকা'আত, ইমাম মারওয়াযী ১৩ রাকা'আত বর্ণনা করেছেন। তাদের ভাষ্যে এই হাদীসে বিতর অথবা বিতর ও ফজরের সুন্নত ব্যতীত ৮ রাকা'আত, তারাবীর প্রমাণ রয়েছে। হাদীসটির সর্বমোট এই ৪টি সনদ। প্রত্যেক সনদেই ২০ রাকা'আত, তারাবীর বর্ণনা এসেছে। শুধু ৪র্থ সনদের শাখা সনদে ৮ রাকা'আত এর বক্তব্য রয়েছে।

আমাদের আহলে হাদীস বন্ধুগণ ৪টি সনদে বর্ণিত ২০ রাক'আত তারাবীর বর্ণনাগুলো উপেক্ষা করে, শুধু ৪র্থ সনদের শাখার বর্ণনা মতে ৮ রাকা'আত তারাবীর বিষয়টি পছন্দ করেছে। অথচ ৮ রাকা'আতের এই বর্ণনাটি অনেকগুলো ত্রুটির কারণে যুগ যুগ ধরে বিজ্ঞ ইমামগণ প্রত্যাখ্যান করে আসছেন। ঐ সব ত্রুটির একটি হলো মুহাম্মদ বিন ইউসুফ থেকে বর্ণিত আট রাকা'আতের উক্ত বর্ণনাটি সাহাবী সায়েব (রাঃ) থেকে বর্ণিত অপর ৪টি বিশুদ্ধ বর্ণনার বিপরীত। কারণ ঐ সব বর্ণনায় ২০ রাকা'আত তারাবীর বিবরণ এসেছে। বিশেষ করে মুহাম্মদ বিন ইউসুফেরই আরো দুইজন সাথী ইয়াযীদ বিন খুসায়ফা এবং হারেস বিন আবু যুবাবও ২০ রাকা'আতই বর্ণনা করেছেন এবং তারই বর্ণনামতে অপর সনদে ২০ রাকা'আত উল্লেখ আছে। অবশ্য ৮ রাকা'আতের বর্ণনাটিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিশুদ্ধ। তবে চারটি বিশুদ্ধ বর্ণনার বিপরীত হওয়ার কারণে, হাদীসের পরিভাষা অনুযায়ী ৮ রাকা'আতের বর্ণনাটিকে "شاذ " বিচিত্র বর্ণনা বলা হবে। আর এ ধরণের বিচিত্র বর্ণনার বিধান হলো সব হাদীস শাস্ত্রবিদদের ঐক্যমতে " مردود " প্রত্যাখ্যাত। (৩৬)

অপর একটি বড় ধরণের ত্রুটি হলো, মুহাম্মদ বিন ইউসুফের সূত্রে বর্ণিত ৮ রাকা'আতের বর্ণনাটি গড়মিল ভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মালেক (রহ:) এর সূত্রে ১১ রাকা'আত। (৩৭) ইমাম মারওয়াযীর সূত্রে ১৩

(৩৬) মুকাদ্দামা ইবনে সালাহ্- ৬৮।
(৩৭) মুয়াত্তা মালেক-১/১১৫/২৩২।

রাকা'আত।(৩৮) এবং মুসান্নাফে আ: রায্যাকের অপর বর্ণনায় উল্লেখ আছে একুশ রাকা'আত বা এক রাকা'আত বিতর ব্যতীত ২০ রাকা'আত। (৩৯)

এ ধরণের গড়মিল বর্ণনাকে হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায় বলে "مضطرب"। এর বিধানও হলো " مردود " প্রত্যাখ্যাত । (৪০) এছাড়া হাদীসটি সমস্ত মুসলিম বিশ্বের ধারাবাহিক আমল ও মুসলমানদের ইজমা বা সর্বসম্মত ঐক্যের বিপরীত তো বটেই। এই ৮ রাকা'আতের বর্ণনায় এসব ত্রুটিগুলো থাকার কারণেই **ইমাম ইবনে আব্দুল বার (রহ:)** লেখেন-✍...

"روى غير مالك فى هذا الحديث احدى وعشرين وهو الصحيح" ইমাম মালেকের ৮ রাকা'আতের বর্ণনার বিপরীতে অন্যরা বিতরের এক রাকা'আত সহ একুশ রাকা'আত বর্ণনা করেছেন। আর সেটিই সহীহ ও বিশুদ্ধ।

তিনি আরো লিখেন ✍... إلاأن الاغلب عندى أن قوله احدى عشرة وهم "আমার প্রবল ধারণা ১১ শব্দটি ভুল"। (৪১)

এতো কিছুর পরেও ৮ রাকা'আতের প্রত্যাখ্যাত হাদীসটিকে আল্লামা মুবারকপুরী ও নাছিরউদ্দীন আলবানী সাহেব (রহ:) কুড়িয়ে তুলেছেন। আর ২০ রাকা'আতের বর্ণনাগুলো তাদের রচিত মতের বিপরীত হওয়ার কারণে

এতে নানান অবাস্তব ত্রুটি বাহির করার অপচেষ্টা করেছেন। অথচ ইতিপূর্বে কোন ইমাম থেকে এর কোন নযীর নেই।

(৩৮) কিয়ামুল লাইল পৃষ্টা-৯০।
(৩৯) মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক-৪/২৬১-২৬২/৭৭৩৩।
(৪০) মুকাদ্দামা ইবনে সালাহ-৬৮।
(৪১) আল ইসতিযকার-২/৬৮-৬৯।

আশা করি পূর্বোল্লেখিত আলোচনা থেকে আমাদের পাঠকবৃন্দ আংশিক সচেতন হওয়ার সুযোগ পাবেন।
তবে বিশ রাকা'আতের বর্ণনাগুলোতে তারা যে সব সংশয় পেশ করেছে সেগুলোর কিছু পর্যালোচনা নিম্নের টীকায় উপস্থাপন করা হলো। (৪২)

(৪২) আলবানী সাহেব ৮ রাকা'আতের শাখা সনদটিকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য ২০ রাকা'আতের হাদীসটিতে কয়েকটি সংশয় প্রকাশ করেছেন । তন্মধ্যে :

(ক) সংশয় : সাহাবী সায়েব বিন ইয়াযীদ (রা:) থেকে উপরোক্ত হাদীসটি তাঁর তিনজন ছাত্র বর্ণনা করেছেন। ইয়াযীদ বিন খুসায়ফা, হারেস বিন আবূ যুবাব ও মুহাম্মাদ বিন ইউসূফ। প্রথম দু'জনের বর্ণনা সমূহে ২০ রাকা'আত আর মুহাম্মাদ বিন ইউসূফের বর্ণনায় একটি শাখা মতে ৮ রাকা'আত প্রমাণ হয়। তবে ঐ (৩) তিন জনের মধ্যে মুহাম্মাদ বিন ইউসূফ হলো নির্ভরযোগ্য । তিনি আবার সাহাবী সায়েব বিন ইয়াযীদ (রা:) এর ভাগিনেও। তাই তার বর্ণিত ৮ রাকা'আতের বর্ণনাটিই প্রাধান্যযোগ্য হবে।

নিরসন ☞...সাহাবী সায়েব বিন ইয়াযীদ (রা:) এর ছাত্র তিন জনই "ثقة" "নির্ভরযোগ্য"। অবিলম্বে তা ব্যাখ্যা করবো। তবে মুহাম্মাদ বিন ইউসূফ থেকে বর্ণিত ৮ রাকা'আতের অংশটি কমপক্ষে দুই কারণে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে।

➢(১) সে একা , তার চেয়ে বেশী লোক ২০ রাকা'আত বর্ণনা করেছেন। তাই সে যতো বেশী নির্ভরযোগ্য হোক না কেন তার বর্ণনাটি "شاذ " বিচিত্র , বিধায় তা প্রত্যাখ্যান করা হবে।

➢(২) তার বর্ণনায় গড়মিল রয়েছে, কখনো ১১ কখনো ১৩ কখনো ২১ রাকা'আত বর্ণিত হয়েছে। তাই এসব "مضطرب" গড়মিল বর্ণনা গ্রহণ করার উপায় নেই। এছাড়া হাদীস বিশারদগণের নিকট মামা-ভাগিনার রাজত্ব চলে না। সেখানে চলবে উসূল ও নিয়মনীতি।

টীকা ঃ

এবার শুনুন , ২০ রাকা'আত বর্ণনার দু'জন ছাত্রের একজন ছিলেন 'ইয়াযীদ বিন খুসায়ফা' তার সম্পর্কে ইমাম আহমদ , আবূ হাতেম ও নাসাঈ লিখেন "ثقة" নির্ভরযোগ্য এবং ইমাম ইবনে মাঈন বলেন "ثقة حجة" নির্ভরযোগ্য প্রমাণযোগ্য। (তাহযীবুল কামাল; ৩২/৭৩ ,জী; ৭০১২)

অপরজন হলো, ইবনে আবী যুবাব, তিনিও সর্বসম্মতিক্রমে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। তবে শেষ বয়সে তার স্মৃতি শক্তিতে কিছু দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল। উপরোক্ত হাদীসটি তাঁর এ অবস্থার পূর্বের না পরের জানা নেই । এই অজুহাত ধরে আলবানী সাহেব এতে সংশয় প্রকাশ করেছেন। অথচ ইমাম ইবনে মাঈন (রহ.) তার সম্পর্কে লিখেন "مشهور" তিনি 'প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস'। ইমাম আবূ যুর'আ (রহ.) লিখেন "তার মধ্যে কোন অসুবিধা নেই"(তাহযীবুল কামাল; ৫/২৫৪)।

ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাকে 'আস সিক্বাত' গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁকে 'মাশাহীরে উলামায়ে আমছার' গ্রন্থে প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী হিসেবেও গ্রহণ করেছেন। এছাড়া তাঁর বর্ণিত ২০ রাকা'আতের হাদীসটির متابع সমস্থানে ইয়াযীদ বিন খুসায়ফা ও অন্যান্যদের সমঅর্থবোধক বর্ণনাও প্রমাণ করে যে, তার হাদীসটি বিশুদ্ধ ও

গ্রহণযোগ্য এবং হাদীসটি তাঁর স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়ার পূর্বের বর্ণনা, পরের বর্ণনা নয়।

অতএব , এ দু'জনের বর্ণিত ২০ রাকা'আতের হাদীসের তুলনায় মুহাম্মাদ বিন ইউসূফের একক বর্ণনার কোন মূল্য নেই। এটিই প্রত্যাখ্যাত-মারদুদ ও শায বা বিচিত্র বলে গণ্য হবে। (দেখুন, ✍... আল ইসতিযকার, ইবনে আব্দুল বার - ২/৬৮-৬৯।)

টীকা ঃ

(খ) সংশয় : আল্লামা আলবানী সাহেবের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক সংশয়টি হলো, তিনি ২০ বিশ রাকা'আত তারাবীর প্রত্যেকটি বর্ণনার ক্ষেত্রে লিখেন "এগুলো মুহাম্মাদ বিন ইউসূফ থেকে বর্ণিত ৮ রাকা'আত বর্ণনার বিপরীত (!)

নিরসন ☞... আমি তাঁর নিকট জানতে চাই, তিনি কি দেখেননি যে, মুহাম্মাদ বিন ইউসূফ থেকে বর্ণিত ৮ রাকা'আত তারাবীর مضطرب ، شاذ ، منفرد একক, বিচিত্র, ও গড়মিল ত্রুটিযুক্ত বর্ণনাটি ২০ রাকা'আত তারাবীর একাধিক صحيح ،محفوظ বিশুদ্ধ ও অগ্রগণ্য বর্ণনার বিপরীত ?

এবার পাঠকগণই যাচাই করবেন, তার এসব বিতর্কের উদ্দেশ্য কী?

(গ) সংশয় : ইতিপূর্বে কয়েক বার উল্লেখ করেছি যে, উপরোক্ত হাদীসটির ৪টি সনদেই ২০ রাকা'আতের বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে দু'টি সনদেই হাদীসটি ইমাম বাইহাক্বী তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

এ দু'টি সনদের প্রথমটি হলো সাহাবী সায়েব (রা:) এর তিন ছাত্রের একজন ইয়াযীদ বিন খুসায়ফা থেকে তার ছাত্র মুহাম্মাদ বিন আবূ যিব এর বর্ণিত। তার সনদে হাদীসটি ইমাম বাইহাক্বী স্বীয় বিখ্যাত গ্রন্থ 'সুনানে বাইহাক্বী'তে উল্লেখ করেছেন। উক্ত সনদে ইমাম বাইহাক্বীর উস্তাদের নাম হলো, আবূ আব্দুল্লাহ আল হোসাইন ইবনে ফাঞ্জুয়াইহ দীনুরী।

মুহতারাম মুবারকপুরী সাহেব তার কিতাবে লিখেছেন ✍...

উক্ত উস্তাদের পরিচয় কোন কিতাবেই খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাই সে অজ্ঞাত বর্ণনাকারী। অতএব তার সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি বিশুদ্ধ বলা যাবে না, বরং দুর্বল বলে গণ্য হবে।

টীকা ঃ

নিরসন ☞... উল্লেখিত বর্ণনাকারী ইবনে ফাঞ্জুয়াইহ মোটেই অজ্ঞাত নয় , বরং তাঁর পরিচয় অসংখ্য নির্ভরযোগ্য কিতাবে রয়েছে। তাঁর সম্পর্কে হাফেয যাহাবী (রহ.) "আল ইবার" কিতাবে এবং ইবনুল ইমাদ হাম্বলী "শাযারাতুয যাহাব" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন : " كان ثقة مصنفا " তিনি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ছিলেন , কিতাব প্রণেতা ছিলেন। (আল ইবার : ২/২২৭, এবং শাযারাতুয যাহাব : ২/২০০)

ইমাম যাহাবী (রহ.) তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "সিয়ারু আ'লামিন নুবালা" এর ১৭ তম খণ্ডের ৩৮৪ পৃষ্ঠায় লেখেন✍... " كان ثقة صدوقا " তিনি নির্ভরযোগ্য সত্যবাদী ছিলেন। মুবারকপুরী ও আলবানী সাহেবের ভক্তবৃন্দরা এগুলো খুঁজে দেখলে পাবেন। কিন্তু আমার আশ্চর্য হলো তারা কোন ধরনের চশমা ব্যবহার করার কারণে এই বর্ণনাকারীর পরিচয় খুঁজে পেল না। অথচ এই সনদে বর্ণিত হাদীসটিকে অনেকেই সহীহ বলেছেন, ইমাম নববী, ওয়ালী উদ্দীন ইরাকী, বদরুদ্দীন আইনী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী ও আল্লামা নিমাভী রহ. প্রমুখ। (আত তা'লীকুল হাসান, নিমাভী (২৫১-২৫২) ইলাউস সুনান ;৭/৭৪ ,মিরকাত;৩/৩৫৪, নাসবুর রায়াহ ; ২/১৫৪, আল-মাজমু শরহে মুহায্যাব; ৩/৫২৭, আল মাছাবীহ ফি সালাতিত তারাবীহ, আলহাভী ;২/৭৪)

(ঘ) সংশয় : ইমাম বাইহাক্বী (রহ.) তার কিতাব 'মা'রিফাতুস সুনানে' ইয়াযীদ বিন খুসাইফার অপর ছাত্র মুহাম্মাদ বিন জাফরের সনদে বর্ণিত ২০ রাকা'আতের বর্ণনায় চারজন বর্ণনাকারীর উপর তারা আপত্তি তুলেছেন :–

এক. ইমাম বাইহাক্বীর উস্তাদ 'আবূ তাহের ফক্বীহ' কে কেউ সত্যায়ন করেনি। তাই তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না।

টীকা ঃ

নিরসন ☞... 'আবূ তাহের ফক্বীহ' সম্পর্কে কোন ইমামের সত্যায়ন নেই, আসলে এ কাথাটির কোন ভিত্তি নেই।

কেননা তাঁর সম্পর্কে ইমাম সুবকী (রহ.) তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "তাবাকাতুশ শাফেয়িয়্যাহ আল কুবরাতে" লিখেন✍... " كان إمام المحدثين و الفقهاء بنيسابورفى زمانه "তিনি তাঁর যুগে নিসাপুরে সব মুহাদ্দিস ও ফক্বিহগণের ইমাম ছিলেন (৪/২৯)। ইমাম আব্দুল গাফের (রহ.) বলেন : " إمام أصحاب الحديث بخراسان بالإتفاق بلا مدافعة "তিনি সবার ঐক্যমতে খুরাসানে হাদীস বিশারদগণের ইমাম , এতে কারো কোন দ্বিমত নেই। (তাবাকাতুশ শাফেয়িয়্যাহ :৪/২০০)

অতএব হাজার বছর পরে এসে এতে দ্বিমত করার আর অবকাশ নেই। এ ছাড়া এই বর্ণনার সমর্থনে (متابع) আরো অনেকগুলো বর্ণনাতো আছেই।

দুই. উপরোক্ত সনদে অপর এক বর্ণনাকারী আবূ উসমান। তদের দাবী হলো আবূ উসমানের জীবনী কোন কিতাবে পাওয়া যায় না । অতএব এ কারণেও হাদীসটি সন্দেহযুক্ত।

নিরসন ☞... তাদের দাবী ঠিক নয়। কেননা তাঁর জীবনী সব জীবনীগ্রন্থেই রয়েছে। ইমাম যাহাবী (রহ.) তার বিশ্ববরেণ্য বর্ণনাকারীদের জীবনীগ্রন্থের ১৫নং খণ্ডের ৩৬৪ নং পৃষ্ঠায় লিখেন : " الإمام القدوة الزاهد الصالح "আবূ উসমান অনুসরণযোগ্য ইমাম ছিলেন, তিনি যাহেদ এবং ধর্ম ও হাদীসের ক্ষেত্রে সঠিক ছিলেন"। ইমাম হাকেম তাঁর সম্পর্কে বলেন : "ما رأيت مثل إجتهاده "তার মতো শ্রেষ্ঠ গবেষক আর কাউকে পাইনি। (প্রাগুক্ত)

টীকা ঃ

এ ছাড়া ২০ রাকা'আতের অন্যান্য বর্ণনার সঙ্গে এ বর্ণনার (متابع) মিল তো আছেই।

তিন. উক্ত সনদে আরেকজন বর্ণনাকারী হলো খালেদ ইবনে মাখলাদ। মাও: মুবারকপুরী ও আলবানী সাহেবের মতে সে দুর্বল, এমনকি শিয়া।

নিরসন ☞... শিয়া মতবাদ গ্রহণ মানেই তার হাদীস প্রত্যাখ্যান করতে হবে এমন কোন নীতি কোন মুহাদ্দিসই ব্যক্ত করেননি। বরং সে সত্য বলে কি না, তার মতবাদের প্রতি মানুষকে আহবান করে কি না, তা দেখাই হলো উসূলে হাদীসের নীতি।

ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেন " لنا صدقه و عليه بدعته " "তার বিদআ'ত তার কাছে থাকবে আর আমরা তার সত্যটা গ্রহণ করবো।- মীযানুল এ'তেদাল:১/৫)

এছাড়াও অনেককেতো শিয়া বলা হতো শুধু এ কারণেই যে তারা আলী (রা:) কে সব খলীফার উপরে প্রাধান্য দিতেন। এ ধরণের অসংখ্য বর্ণনাকারীদের হাদীস ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম গ্রহণ করেছেন। উপরোক্ত বর্ণনাকারী খালেদের হাদীসও ইমাম বুখারী ও মুসলিম গ্রহণ করেছেন। কারণ তাঁরা জানতেন তিনি শিয়া হলেও বাড়াবাড়িতে নেই এবং তিনি নির্ভরযোগ্য সত্যবাদী বর্ণনাকারী।

ইমাম ইবনে মাঈন (রহ.) তাঁর সম্পর্কে বলেন "ما به بأس" তাঁর মধ্যে কোন অসুবিধাই নেই। ইমাম আবূ হাতেম (রহ.) বলেন " يكتب حديثه " তাঁর

হাদীস লেখা যাবে। ইমাম আবূ দাউদ ও ইবনে হাজার বলেন : "صدوق" সে গ্রহণযোগ্য ও সত্যবাদী ব্যক্তি। (আল জারহে ওয়াত্তাদীল : খ.৩ জী; ১৫৯৯ , তাহযীবুল কামাল: ৮/১৬৫, মুকাদ্দামায়ে ফাতহুল বারী : পৃ:৫৬৮ , তাকরীব-(১৬৭৭)

- টীকা ঃ

চার. উক্ত সনদে তাদের সর্বশেষ আপত্তি হলো, সাহাবী সায়েব (রা:) এর ছাত্র ইয়াযিদ বিন খুসায়ফার উপরে। কারণ ইমাম আহমদ (রহ.) তাকে বলেছেন : منكر الحديث "হাদীসের মধ্যে মুনকার বা আপত্তি জনক।

নিরসন ☞... ইমাম আহমদ (রহ.) কোন বর্ণনাকারীকে মন্দ বুঝানোর অর্থে 'মুনকার' বলেন না। বরং কখনো কোন বর্ণনায় তাকে একক বুঝানোর অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। যেমন অনেক নির্ভরযোগ্য বুখারী মুসলিমের বর্ণনাকারীকেও তিনি 'মুনকার' বলে অভিহিত করেছেন। এমনকি বুখারী শরীফের প্রথম হাদীস "ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়্যাত" এর বর্ণনাকারী 'মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহীম' কেও তিনি 'মুনকার' বলেছেন, তাই বলে কি হাদীসটি দুর্বল ? (হাদিউস সারী-৬১৬)

উপরোক্ত বর্ণনাকারী ইয়াযিদ বিন খুসায়ফার হাদীস ইমাম বুখারী ও মুসলিম সহীহাইনে গ্রহণ করেছেন। এ ছাড়া ইামাম আহমদ (রহ.) তো নিজেই অপর বর্ণনায় তাকে " ثقة " নির্ভরযোগ্য বলেছেন। অন্যান্য ইমামদের মধ্যে ইবনে সা'দ, আবূ হতেম ও নাসাঈ প্রমুখ তাঁকে " ثقة " নির্ভরযোগ্য বলে অভিহিত করেছেন। আরো অগ্রসর হয়ে ইমাম ইবনে মাঈন বলেন : ثقة حجة নির্ভরযোগ্য তো বটেই বরং তিনি প্রমাণযোগ্যও। (তাহযীবুল কামাল:১১/২৯৬) যা পূর্বেও উল্লেখ করেছি।

এ পরিসরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আল্লামা আলবানী সাহেব বিভিন্ন আপত্তি তুলে যে হাদীসটিকে মানতে পারেননি ঐ হাদীসটি সুস্পষ্টভাবে

সহীহ্ (বিশুদ্ধ) বলেছেন ইমাম মোল্লা আলী আল ক্বারী এবং ইমাম তাজউদ্দীন সুবকী।

আর এ হাদীসেরই প্রথম সনদটি যা 'সুনানে বাইহাক্বীতে' রয়েছে সেটিকে "সহীহ" বলেছেন ইমাম নববী, ওয়ালী উদ্দীন ইরাকী, বদরুদ্দীন আইনী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী ও আল্লামা নিমাভী রহ.।

টীকা ঃ

মৌলিকভাবে ৮-১০ জন যুগশ্রেষ্ঠ ইমামগণ এই হাদীসটিকে "সহীহ" (বিশুদ্ধ) বলেছেন। (আত তা'লীকুল হাসান, নিমাভী (২৫১-২৫২) ইলাউস সুনান;৭/৭৪ , মিরকাত;৩/৩৫৪, নাসবুর রায়াহ ; ২/১৫৪, আল-মাজমু শরহে মুহায্যাব ; ৩/৫২৭)

এবার আশা করি, পাঠকগণের বিবেচনা করার সুযোগ হবে। এসব ইমামগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অগ্রগণ্য হবে, নাকি আখেরী যামানার গবেষকদের মনগড়া মতবাদের প্রাধান্য হবে ?

(ঙ) সংশয় : তাদের সর্বশেষ একটি সংশয় হলো , উপরোক্ত ২০ রাকা'আত তারাবীর একটি হাদীস ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) তাঁর হাদীসের বিশাল ভান্ডার 'মুসান্নাফে আব্দুর রায্যা'কে উল্লেখ করেছেন। আর শেষ বয়সে আব্দুর রায্যাকের স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছিল। উপরোক্ত হাদীসটি কোন সময়ের সংগ্রহ তা জানা নেই। হতে পারে হাদীসটি স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়ার পরের সংগ্রহ। এমন আশঙ্কার কারণে হাদীসটি দুর্বল হিসেবে গণ্য হবে।

নিরসন ☞... ২০ রাকা'আত তারাবীর উপরোক্ত দলীলটি ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) বর্ণনা করেন দাউদ থেকে আর তিনি মুহাম্মাদ বিন ইউসূফ থেকে আর তিনি বর্ণনা করেন সাহাবী সায়েব (রা:) থেকে। সনদটি অত্যন্ত عالى উঁচুমানের ও সংক্ষিপ্ত। সাহাবী ও আব্দুর রায্যাকের মধ্যে মাত্র দু'জন বর্ণনাকারী। তাদের উভয়ই নির্ভরযোগ্য ও প্রমাণযোগ্য।

কিন্তু হাদীসটা যাদের মতবাদের বিপরীত হয় তাদের তো এটিকে ত্রুটিযুক্ত প্রমাণ করতেই হবে। অন্যথায় তারা গবেষক হয় কেমন করে (!) তাই তারা আদাজল খেয়ে লেগেছে, খুঁজে পেয়েছে এই হাদীসের সংকলক, হাদীসের বিশাল ভান্ডার ১১ খন্ডে লিখিত বিখ্যাত কিতাব, ঐ মুসান্নাফ গ্রন্থের লেখক আব্দুর রায্যাককেই। - সুবহানাল্লাহ -!

টীকা ঃ

আব্দুর রায্যাক তো সবার ঐক্যমতে নির্ভরযোগ্য ইমাম। তাঁর কিতাব মুসলমানদের দলীলের ভান্ডার। তিনি ঐ হাদীস তাঁর উক্ত কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। কিতাবটি তো তিনি স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়ার পরে লিখেননি বরং পূর্বেই লিখেছেন। তাই উপরোক্ত ২০ রাকা'আত তারাবীর দলীলটিও স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়ার পূর্বেই সংকলন করেছেন।

তাঁর স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে কিতাব লেখার আরো অনেক পরে দুইশত হিজরী অতিবাহিত হওয়ার পর। আরবের প্রসিদ্ধ ও আস্থাভাজন গবেষক আল্লামা ড. নুরুদ্দীন ইত্র লেখেন ✍...

" أن ما دخله الإختلاط من حديثه هو ما يحدث به من حفظه بعد المأتين،أما حديثه قبل سنة مأتين ، و كذلك حديثه المدوَّن فى كتبه المعتبرة – و على رأسها ؛المصنف ' فلا يزال حجةً "

" আব্দুর রায্যাক দুইশত হিজরীর পর যা মুখস্থ বর্ণনা করেছেন সেগুলোতে স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়ার প্রভাব পরেছে। আর দুইশত হিজরীর পূর্বেকার বর্ণিত তাঁর সব হাদীস এবং তার কিতাবে সংকলিত হাদীস বিশেষত 'মুসান্নাফ' গ্রন্থের হাদীস দুইশত হিজরীর আগে বা পরের সবই গ্রহণযোগ্য"।

ইবনে রজব হাম্বলী (রহ.) সহ অসংখ্য নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসগণ এমন মন্তব্য ব্যক্ত করেছেন। (দেখুন-শরহে ইলালুত তিরমিযী : ২/৫৭৮ পার্শ্ব টীকা)

কিন্তু আমার আশ্চর্য হলো আল্লামা আলবানী সাহেব এমন একটি সুস্পষ্ট বিষয় পাশ কাটিয়ে সংঘাতের পথ বেছে নিলেন কোন স্বার্থে ?

২০ বিশ রাকা'আত তারাবীর বর্ণনাগুলো একটি অপরটিকে শক্তিশালী করবে

উপরোল্লেখিত হাদীসটির ব্যাপারে আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী সাহেবের একটি সুস্পষ্ট খেয়ানত ও হাস্যকর অসাধুতার সঠিক সমাধান উপস্থাপন করা খুবই জরুরী মনে করছি। তিনি লিখেছেন ২০ বিশ রাকা'আত তারাবীর হাদীস একটি অপরটিকে শক্তিশালী করবে না।

আমি বলি সাহাবা ও তাবেয়ীগণ উমর (রা:) এর যুগে ২০ রাকা'আত তারাবীহ পড়তেন। এ বর্ণনাটি সাহাবী সায়েব (রা:) থেকে ৪টি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে। একটি সনদেও গঠনমূলক কোন আপত্তির অবকাশ নেই। বরং বিজ্ঞ ইমামগণ এগুলোর প্রতিটিকেই সহীহ্ বলে আখ্যায়িত করেছেন। কেননা এ সনদগুলোতে দু'একজনের ব্যাপারে যদিও 'স্মৃতি শক্তি লোপ পেয়েছিল বা সত্যায়ন নেই' এমন অমূলক মন্তব্য কেউ কেউ করেছে, তবে হাদীসটি বিভিন্ন সনদে আসার ফলে একটি অপরটিকে শক্তিশালী করেছে। তাই এ সব অমূলক মন্তব্যের প্রতি দৃষ্টি না করে যুগ যুগ ধরে বিজ্ঞ ইমামগণ এই হাদীসের সবকটি সনদকে সহীহ্ বলে আসছেন।

উল্লেখ্য যে, কোন হাদীসের সনদে যদি মিথ্যুক বা সর্বজন স্বীকৃত পরিত্যক্ত বর্ণনাকারী থাকে তাহলে এ ধরনের হাদীস শক্তিশালী হয় না। আর স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়া অথবা বর্ণনাকারীর ব্যাপারে কোন ইমামের সত্যায়ন না পাওয়া ইত্যাদি কারণে যদি হাদীস দুর্বলও হয়, তবুও এই হাদীসের

কয়েকটি সনদ পাওয়া গেলে একটি অপরটিকে শক্তিশালী করবে এবং হাদীসের সংশয় দূর করবে। (৪৩)

(৪৩) মুকাদ্দামায়ে ইবনুস সালাহ : পৃ ; ৫৩।

উপরোক্ত ২০ রাকা'আতের কোন বর্ণনাতে মিথ্যুক বা পরিত্যক্ত বর্ণনাকারী নেই। যার চুলচেরা বিশ্লেষণ আমরা পেশ করেছি।
অতএব হাদীসটির ৪টি সনদের প্রত্যেকটিই একটি অপরটিকে শক্তিশালী করবে, বরং প্রতিটি সনদই বিশুদ্ধ হওয়ার কারণে হাদীসটি সর্বপেক্ষা সহীহ্ হাদীসে পরিণত হয়েছে। (৪৪) কিন্তু আলবানি সাহেব এ ক্ষেত্রেও সব মুহাদ্দিসগণকে পাশ কাটিয়ে প্রকাশ্য খিয়ানতের আশ্রয় নিয়েছেন।

মোটকথা, খলীফা হযরত উমর (রা:) এর যুগে ২০ রাকা'আত তারাবীহ পড়ার প্রচলন ছিল। এ বিষয়টি আমরা স্ববিস্তারে ইতি টেনেছি। এ বিষয়ে আর লেখার কোন প্রয়োজন মনে করি না।

তদুপরি উপরোক্ত বর্ণনার সাপোর্টে বা সমর্থন হিসেবে নিম্নে দু'টি বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

❀❀❀ এক, তাবেয়ীগণের বর্ণনা ❀❀❀

সাহাবী এবং তাবেয়ীগণ ২০ রাকা'আত তারাবীহ পড়তেন , অসংখ্য তাবেয়ীগণ এমন বর্ণনা ব্যক্ত করেছেন। নিম্নে মাত্র কয়েকটি বর্ণনা উল্লেখ করবো–

➢ক : তাবেয়ী রুফাই বিন মেহরান , যিনি 'আবুল আলীয়া' নামে প্রসিদ্ধ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম , এর ইন্তেকালের

মাত্র দু'বছর পর ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত ওমর (রা:) এর পিছনে তিনি নামায পড়েছেন। (৪৫)

(৪৪) ইতি পূর্বে প্রমাণ সহ স্ববিস্তারে আলোচনা করেছি।
(৪৫) তাহযীবুল কামাল : ৯/২১৫, জী :(১৯২২)

তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ উস্তাদ সাহাবী হযরত উবাই বিন কা'ব (রা:) এর ঘটনা বর্ণনা করেন :-

أن عمر أمر أبيا أن يصلي بالناس في رمضان فقال إن الناس يصومون النهار ولا يحسنون أن (يقرؤا) فلو قرأت القرآن عليهم بالليل فقال يا أمير المؤمنين هذا (شيء) لم يكن فقال قد علمت ولكنه أحسن فصلى بهم عشرين ركعة.

"হযরত ওমর (রা:) হযরত উবাই (রা:) কে রমযানে লোকদের নিয়ে নামায পড়ার নির্দেশ দেন। এবং বললেন, লোকজন দিনভর রোযা রাখে, কিন্তু তারা সুন্দরভাবে কুরআন পড়তে পারে না, তাই আপনি যদি রাতে তাদেরকে নামাযে কুরআন পড়ে শুনাতেন ! তখন তিনি বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! জামা'আতবদ্ধভাবে কুরআন শুনানোর এ পদ্ধতি তো পূর্বে ছিল না। তিনি বললেন, আমি তা জানি, তবে তা খুবই উত্তম। এরপর সাহাবী হযরত উবাই (রা:) লোকদেরকে নিয়ে ২০ রাকা'আত পড়লেন"। (৪৬)

হাদীসটির সনদ সহীহ্। বুখারী ও মুসলিম শরীফে সংকলন হয়নি এমন বিশুদ্ধ হাদীসের ভান্ডার ইমাম জিয়াউদ্দীন মাক্বদিসীর কিতাব 'আল-মুখতারাহ' এ উল্লেখ করেছেন। ঐ কিতাবের গবেষক আরব দেশের প্রখ্যাত ড. আব্দুল মালিক এই হাদীসটির সনদকে 'হাসান' (উত্তম ও গ্রহণযোগ্য বলেছেন। (৪৭) সহীহ্ হাদীস যেভাবে গ্রহণযোগ্য 'হাসান' হাদীসও এভাবেই গ্রহণযোগ্য ও প্রমাণযোগ্য। এতে আল্লামা আলবানী সাহেবেরও

(৪৬) আল-মুখতারাহ, জিয়াউদ্দীন মাক্বদিসী : ৩/৩৬৭ /১১৬১।)
(৪৭) আল-মুখতারাহ : ৩/৩৬৭.পার্শ্ব টীকা।)

দ্বিমত নেই। অতএব এখানে আলোচনা আর দীর্ঘ করার প্রয়োজন নেই। (৪৮)

(৪৮) উক্ত হাদীসটিকে সহীহ্ না বলার বাস্তব কোন উপায় নেই। কারণ এর প্রত্যেকটি বর্ণনাকারীই বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। তারপরও আল্লামা আলবানী (রহ.) লিখেছেন ঐ হাদীসের সনদে 'আবূ জাফর রাযী' নামক একজন বর্ণনাকারী আছে , তাকে ইমাম আহমদ (রহ.) বলেছেন" منكر الحديث " 'মুনকারুল হাদীস' বা তার হাদীস সমালোচিত। তাই তার হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলা যায় না।

এর সঠিক সমাধান হলো ☞... ঐ 'আবূ জাফর' সম্পর্কে ইমাম আহমদ (রহ.) এর দু'ধরনের মন্তব্য রয়েছে। একটি তো উপরে উল্লেখ হলো। আর অপরটি হলো " صالح الحديث" "সে হাদীসের জগতে সঠিক"। আলবানী সাহেব ভালো উক্তিটি গ্রহণ না করে যে উক্তির মাধ্যমে আক্রমণ করা যাবে সেটিকেই গ্রহণ করলেন।

এছাড়া ইমাম আহমদ (রহ.) কোন বর্ণনাকারীর ব্যাপারে 'মুনকারুল হাদীস' শব্দটি মন্দ কিছু বুঝানোর জন্য বলেন না । বরং তাঁর নিকট এর অর্থ হলো ঐ বর্ণনাকারীর متابع সমস্তরে আর কেউ নেই, তিনি একক বর্ণনাকারী। (শরহে ইলালুত তিরমিযী, ইবনে রজব : ১/৩২৫)

অতএব ইমাম আহমদ (রহ.) এই উক্তিতে 'আবূ জাফরের উপর কোন ত্রুটি প্রমাণ হবে না । তাই তো ইমাম আহমদ (রহ.) নিজেই তাঁর সম্পর্কে অপর বর্ণনায় "صالح الحديث" " সে হাদীসের জগতে সঠিক" বলেছেন। এবং ইমাম ইবনে মাঈন, আলী ইবনে মাদীনী, আবূ হাতেম, ইবনে

টীকা ঃ
সা'দ, ইবনে আদী, ইমাম নাসাঈ, ইমাম তিরমিযী প্রমুখ প্রতিথযশা ইমামগণ 'আবূ জাফর রাযী' কে "ثقة" "বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বলেছেন"। (তাহযীবুল কামাল :৩৩/১৯৪)

অতএব হাদীসটি সহীহ হওয়ার মধ্যে কোন বাঁধা নেই । এতে আপত্তি করা মানেই মুসলিম বিশ্বের সমস্ত ইমামগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নিজেকে বিচিত্র গবেষকের দাবী করা।

এখানে একটি বিষয় গভীরভাবে অনুধাবনযোগ্য , কোন বর্ণনাকারীর ব্যাপারে সব বড় বড় ইমামদের মন্তব্যগুলো লুকিয়ে , একটি বিচিত্র বাক্য দ্বারা আক্রমণের চেষ্টা করা একটা জঘন্যতম খেয়ানত।

➢(খ) তাবেয়ী হযরত আ:আযীয বিন রুফাই (রহ.)-এর বর্ণনা।

"كان أبى بن كعب يصلى بالناس فى رمضان بالمدينة عشرين ركعة ؛ ويوتر بثلاث."

“হযরত উবাই বিন কা‘ব (রা:) রমযান মাসে লোকদের নিয়ে মদীনাতে ২০ রাকা‘আত তারাবীহ এবং ৩ রাকা‘আত বিতর পড়তেন”। (৪৯)

➢(গ)“তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী (রহ.) এর বর্ণনা।

" إن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبى بن كعب ؛ فكان يصلى لهم عشرين ركعة."

“হযরত উমর (রা:) লোকদেরকে হযরত উবাই বিন কা‘ব (রা:) এর পিছনে একত্রিত করেন , তখন তিনি তাঁদেরকে নিয়ে ২০ রাকা‘আত পড়েন”। (৫০)

➢(ঘ) তাবেয়ী হযরত ইয়াহইয়া বিন সাঈদ-আনসারী (রহ.) এর বর্ণনা।

" إن عمر بن الخطاب أمر رجلا يصلى بهم عشرين ركعة."

“হযরত উমর (রা:) এক ব্যক্তিকে লোকদের নিয়ে ২০ রাকা‘আত পড়ার আদেশ করেন”। (৫১)

(৪৯) মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ২/৩৯৩ /৭৭৬৬।

(৫০) আবূ দাউদ :১/২০২। (হিন্দি ছাপা)

(৫১) মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ২/৩৯৩ /৭৭৬৪।

➢(ঙ) তাবেয়ী হযরত ইয়াযীদ বিন রূমান (রহ.)-এর বর্ণনা।

"كان الناس يقومون فى زمان عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - فى رمضان بثلاث و عشرين ركعة ."

“হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা:) এর যুগে লোকজন (সাহাবা ও তাবেয়ীগণ) রমযান মাসে (তিন রাকা‘আত বিতর সহ) ২৩ রাকা‘আত পড়তেন”। (৫২)

উল্লেখ্য যে উপরোক্ত বিষয়ে আরো অগণিত বর্ণনা রয়েছে। এজন্যই বিশ্ববরেণ্য গবেষক আল্লামা যাহেদ আল-কাউসারী (রহ.) লিখেছেন ✍...“কোন বিষয়কে প্রাধান্য দেয়ার একটি কারণ হলো এ বিষয়ে সাহাবী-তাবেয়ীগণের আসার (আমল-উক্তি) বেশী হওয়া। (৫৩)

বলা বাহুল্য ,২০ রাকা‘আত তারাবীর পদ্ধতিকে প্রাধান্য দেয়ার একটি কারণ হলো- এর পক্ষে তাবেয়ীগণের অনেকগুলো আসার (আমল-উক্তি) আছে। যেগুলোর তুলনায় ৮ রাকা‘আতের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কোন আসার নেই বললেই চলে।

বস্তুত : এ ধরণের বর্ণানাগুলো একাধিক হওয়ার কারণে এবং এর সমর্থনে বিশুদ্ধ হাদীস ও মুসলিম উম্মাহর সম্মিলিত আমলধারা বিদ্যমান থাকায় বর্ণানাগুলো সহীহ্ বা সর্বাপেক্ষা সহীহ্র পর্যায়ে গৃহীত। এতে দ্বিধাদ্বন্দ্ব করার কোন অবকাশ নেই।

(৫২) মুয়াত্তা মলেক : ১/১১৪, সুনানুল কুবরা-বাইহাক্বী : ২/৪৯৬।

(৫৩) ফেক্বহু আহলিল ইরাক (নাছবুর রায়া সহ) ১/৪৯।

কিন্তু আমাদের আহলে হাদীস ভাইদের অভিযোগ হলো ঐ বর্ণনাগুলোতে তাবেয়ীগণ সাহাবী হযরত ওমর (রা:) এর যামানার নয় তাই বর্ণানাগুলো "মুরসাল" বলা হবে। আর মুরসাল হলো দুর্বল। তাই এগুলো গ্রহণযোগ্য নয়।

সমাধান :☞... (ক) এ বর্ণনাগুলো মুরসাল এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে তাবেয়ী "আবুল আলীয়া" থেকে উল্লেখিত প্রথম বর্ণনাটি তো মুরসাল নয়। "আবুল আলীয়া" তো হযরত উমর (রা:) এর পেছনে নামায পড়েছেন। (৫৪) তাঁর বিশুদ্ধ বর্ণনাটি এবং ইতিপূর্বে উল্লেখিত সাহাবী সায়েব (রা:) এর বিশুদ্ধ বর্ণনাটি তো গ্রহণ করতে পারতেন। আমরা তো এ মুরসাল বর্ণনাগুলো শুধু উপরে বর্ণিত সহীহ বর্ণনার সমর্থনে উল্লেখ করেছি।

☞... (খ) মুরসাল বর্ণনাকে সবাই দুর্বল বলেন না। উম্মতের বিশাল অংশ মুরসাল হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেন। (৫৫)

এ বিষয়টা তারা লুকিয়ে রাখলেন কোন্ রহস্যের কারণে ? আলবানী সাহেব নিজেই তার 'জানাইয' গ্রন্থে মুরসাল হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। তিনি তো লিখেছেন " و إن كان مرسلا فهو حجة عند الجميع " " মুরসাল হাদীস তো সবার নিকট প্রমাণযোগ্য। (৫৬) এবার তো আর লুকিয়ে রইল না। আমরা সবাই আসল রহস্য জেনে গেলাম।

এছাড়া একটি বিষয়ে যদি একাধিক মুরসাল বর্ণনা থাকে বা এর সমর্থনে অবিচ্ছিন্ন সহীহ্ হাদীস অথবা মুসলিম উম্মাহর অবিচ্ছিন্ন সম্মিলিত আমল বিদ্যমান থাকে , তাহলে এই ধরনের মুরসাল গ্রহণ করার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। যেমনটা এখানে ঘটেছে।

(৫৪) তাহযীবুল কামাল : ৯/২১৫ ,জী ;১৯২২।

(৫৫) আল-মুস্তাসফা , ইমাম গাযালী : ১৯৫, আত-তামহীদ ;১/৪।
(৫৬) আহকামে জানাইয ; ১১৮।

তাই আরব বিশ্বের মান্যবর, আহলে হাদীস ভাইদের ইমাম, সর্বশ্রেষ্ঠ গবেষক শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) লিখেন ✍...

" المرسل الذى له ما يوافقه أو الذى عمل به السلف : حجة باتفاق الفقهاء"

"যে মুরসালের অনুকূলে অন্য কিছু থাকে অথবা পূর্ববর্তীগণ এ অনুযায়ী আমল করে এমন মুরসাল ফক্বীহগণের সর্ব সম্মতিক্রমে দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য"। (৫৭)

❀❀❀ দুই. ইবনে তাইমিয়ার অভিমত ❀❀❀

হযরত উমর (রা:) এর যুগে সাহাবী তাবেয়ীগণ হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা:) এর পিছনে ২০ রাকা'আত তারাবীহ পড়তেন। এ বিষয়ে আমাদের আহলে হাদীস ভাইদের কিছু সংশয় হয়। তাই ২০ রাকা'আত বর্ণনাগুলোর সমর্থনে তাদেরই মান্যবর ইমাম , আরব বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গবেষক শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এর কয়েকটি উক্তি পেশ করা অতি জরুরী মনে করছি।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন ✍...

" إنه قد ثبت أن أبى بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة فى قيام رمضان و يوتر بثلاثٍ."

"অবশ্যই প্রমাণ হয়েছে যে, উবাই ইবনে কা'ব (রা:) রমযানে লোকদের নিয়ে ২০ রাকা'আত পড়তেন এবং তিন রাকা'আত বিতর পড়তেন"। (৫৮)

(৫৭) আল-ফাতাওয়াল কুবরা : ৪/১৭৯।
(৫৮) মাজমূউ ফাতাওয়া : ২৩/১১২-১১৩।

তিনি আরো লিখেন ✍... " ثبت من سنة الخلفاء الراشدين و عمل المسلمين ".

"খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত ও মুসলিম জাতির আমল দ্বারা এটি প্রমাণিত" । (৫৯)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) অন্যত্র লিখেন ✍...

فلما جمعهم عمر على أبى بن كعب كان يصلى بهم عشرين ركعة ثم يوتر بثلاث ."

"যখন উমর (রা:) লোকদেরকে উবাই ইবনে কা'ব (রা:) এর পিছনে জামা'আতবদ্ধ করে দিলেন তখন তিনি ২০ রাকা'আত তারাবীহ এবং তিন রাকা'আত বিতর পড়াতেন"। (৬০)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) আরো লিখেন ✍...

" فلما كان عمر رضى الله عنه جمعهم على إمام واحد 'وهو أبى بن كعب الذى جُمع الناسُ عليه بأمر عمر بن الخطاب 'وعمر هو من الخلفاء الراشدين حيث يقول صلى الله عليه وسلم : عليكم بسنتى و سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى ' عضوا عليها بالنواجذ."

" উমর (রা:) সব সাহাবাকে উবাই ইবনে কা'ব (রা:) এর পিছনে জামা'আতবদ্ধ করেছেন। উল্লেখ্য যে , উমর (রা:) খুলাফায়ে রাশেদীনের অন্যতম একজন , যাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– আমার সুন্নত আমার হেদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত অনুসরণ তোমাদের উপর অপরিহার্য্য , তা মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে রাখবে"। (৬১)

(৫৯) মাজমূয়াতুল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া: ২৩/১১৩।
(৬০) আল-ফাতাওয়া আল-মিসরিয়া; ২/৪০১।
(৬১) মাজমূয়াতুল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া: ২৩/২৩৪।

➢ ... হযরত উসমান (রা:)-এর যুগে তারাবীহ।

তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা:) এর যুগেও তারাবীর নামায এশার জামা'আতের পর ২০ রাকা'আত জামা'আতবদ্ধভাবে পড়া হত। হযরত সায়েব (রা:) এর বর্ণনায় হযরত উমর (রা:) এর খেলাফতকালের অবস্থা বর্ণনার সাথে সাথে হযরত উসমান (রা:) এর যুগের পরিস্থিতিও প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ আছে।

বর্ণনাটি নিম্নরূপ :–

كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً - قَالَ - وَكَانُوا يَقْرَءُونَ بِالْمِئِينِ ، وَكَانُوا يَتَوَكَّئُونَ عَلَى عِصِيِّهِمْ فِى عَهْدِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ شِدَّةِ الْقِيَامِ.

"তারা (সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীগণ) উমর ইবনে খাত্তাব (রা:) এর যুগে ২০ রাকা'আত পড়তেন। তিনি আরো বলেন, তারা নামাযে ১০০ আয়াত বিশিষ্ট সুরা সমূহ পড়তেন এবং হযরত উসমান (রা:) এর যুগে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকার কারণে তাঁরা লাঠিতে ভর করে থাকতেন"। (৬২)

হযরত সায়েব (রা:) থেকে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসটি একাধিক সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। ইতিপূর্বে বিশ্লেষণ সহকারে আমরা স্ববিস্তারে আলোচনা করেছি।

(৬২) আস্ সুনানুল কুবরা,বাইহাক্বী ; ২/৪৯৬/৪৬১৭। (সনদ সহীহ্)

➢ ... হযরত আলী (রা:)-এর যুগে তারাবীহ

ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা:) এর যুগেও তারাবীর নামায ২০ রাকা'আত চলতো। তিনি ইমামগণকে ২০ রাকা'আত পড়ার আদেশ দিয়েছেন। তাবেয়ী আবূ আব্দুর রহমান আস-সুলামী আলী (রা:) এর ব্যাপারে বলেন :-

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : دَعَا الْقُرَّاءَ فِي رَمَضَانَ ، فَأَمَرَ مِنْهُمْ رَجُلاً يُصَلِّى بِالنَّاسِ عِشْرِينَ رَكْعَةً. قَالَ : وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُوتِرُ بِهِمْ.

" হযরত আলী (রা:) রমযান মাসে কারীগণকে ডাকলেন এবং আদেশ দিলেন, তাঁরা যেন লোকদের নিয়ে ২০ রাকা'আত তারাবীহ পড়ান। আর বিতর পড়াতেন আলী (রা:) নিজেই"। (৬৩)
বর্ণনাটি হাসান-গ্রহণযোগ্য । (৬৪)

"অপর এক বর্ণনায় তাবেয়ী আবুল হাসানা (রহ.) বলেন :

: أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِهِمْ فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً.

(৬৩) আস্ সুনানুল কুবরা , বাইহাক্বী ; ২/৪৯৬/৪৬২০।
(৬৪) উক্ত বর্ণনার সনদে দু'জন ব্যক্তির ব্যাপারে কিছু ব্যাখ্যা রয়েছে।

➢এক. আতা বিন সায়েব , তাকে কেউ কেউ দুর্বল বলেছেন। তবে ইমাম আহমদ সহ অনেকেই তাকে " ثقة " "নির্ভরযোগ্য বলেছেন। (তাহযীবুল কামাল:২০/৮৯-৯০) ==

"হযরত আলী (রা:) জনৈক ব্যক্তিকে রমযানে লোকদের নিয়ে ২০ রাকা'আত তারাবীহ পড়ার নির্দেশ দিলেন"। (৬৫)

==

➢দুই. অপর জন হলো মুহাম্মাদ বিন শুয়াইব। তাকেও অনেকে দুর্বল বলেছেন। তবে ইমাম ইবনে আদী তার দুর্বলতার পর্যায় ব্যাখ্যা করে বলেছেন ; " " يكتب حديثه مع ضعفه "দুর্বলতা সত্বেও তাঁর হাদীস লেখার যোগ্য। (আল কামেল ;২/২৪৪)

এজন্যই ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ হাকেম তাঁর হাদীস "মুস্তাদরাক" নামক কিতাবে গ্রহণ করেছেন ও সহীহ্ বলেছেন। (লিসান ;২/৩৪৮)
এছাড়া ২০ রাকা'আতের অন্যান্য বর্ণনার সমন্বয়ে এই বর্ণনাটি 'হাসান' বা নির্ভরযোগ্য -উত্তম সনদে পরিণত হবে।

উল্লেখ্য যে, ইমাম ইবনে তাইমিয়া এবং ইমাম যাহাবী (রহ.) উপরোক্ত বর্ণনাটি প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন। লিখেছেন যে, হযরত আলী (রা:) তারাবীর নামাযের ক্ষেত্রে হযরত উমর (রা:) এর অনুসরণ করে ২০ রাকা'আত পড়তেন। (মিনহাজ, ইবনে তাইমিয়া :৪/২২৪, আল-মুনতাক্বা,যাহাবী ; ৫৪২)

(৬৫) মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ২/৩৯৩/৭৭৬৩।
বাইহাক্বী-আস সুনানুল কুবরা ;২/৪৯৭/৪৬২১।

এ হাদীসটি তাবেয়ী আবুল হাসানা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন দুইজন বর্ণনাকারী। তাদের একজন 'আমর বিন ক্বাইস' তিনি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। এতে কারো আপত্তি নেই।=

টীকা ঃ

=="অপর জন হলো 'আবূ সা'দ বাক্কাল' তাকে কেউ কেউ দুর্বল বলেছে। তবে অনেকে তাকে নির্ভরযোগ্যও বলেছে। তবে 'আমর বিন ক্বাইস' তার সমস্থলে থাকার ফলে তার বর্ণনার প্রয়োজনই নেই, অথবা বলা যায় একটি বর্ণনা অপরটিকে আরো শক্তিশালী করবে। (জাওহারূন নক্বী ; ১/১২৪।

এছাড়া উল্লেখ্য যে, হযরত আলী (রা:) এর বিশিষ্ট শাগরীদ শুতাইর ইবনে শাকাল, আব্দুর রহমান ইবনে আবু বাকরা, সাঈদ ইবনে আবুল হাসানা, আলী ইবনে বারীয়া প্রমুখ ২০ রাকা'আত তারাবীহ পড়তেন ও পড়াতেন। (সুনানে বাইহাক্বী;২/৪৯৮, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ২/৩৯৩, কিয়ামুল লাইল ৯০ পৃ:)

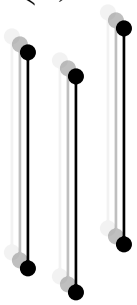

➢ ... হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:)-এর তারাবীহ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সার্বক্ষণিক সহচর প্রিয় সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) এর আমল সম্পর্কে ইমাম মারওয়াযী (রহ.) বর্ণনা করেন ;

" كان (ابن مسعود - رضى الله عنه) يصلى عشرين ركعة ويوتر بثلاثٍ ."

" আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) ২০ রাকা'আত তারাবীহ এবং ৩ রাকা'আত বিতর পড়তেন"। (৬৬)

তৃতীয় দলীল ইজমায়ে উম্মত

২০ রাকা'আত তারাবীহ্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময় থেকে যুগ যুগ ধরে অনবরত চলে আসছে। বিশেষ করে হযরত উমর (রা:) এর খিলাফত কালে তারাবীর নামায জামা'আতবদ্ধভাবে পড়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করার ফলে পবিত্র মক্কা-মদীনা সহ আরব-আজম তথা তামাম পৃথিবীতে মুসলমানদের নিকট এ বিষয়টা ব্যাপক ও সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

কয়েকটি অনির্ভরযোগ্য বিচ্ছিন্ন ঘটনা ব্যতীত সর্বত্রই মুসলমানরা ২০ রাকা'আত তারাবীহ পড়তে থাকে বরং এতে সব মুহাজির ও আনসার সাহাবী এবং গোটা মুসলিম উম্মাহর ইজমা/ঐক্যমত সংঘটিত হয়।

(৬৬) ক্বিয়ামুল লাইল, মারওয়াযী ;৯০ পৃ

২০ রাকা'আত তারাবীর ব্যাপারে খুলাফায়ে রাশেদীন এবং অন্য সাহাবীর কোন ধরণের আপত্তি কোন কিতাবে উল্লেখ নেই।

পবিত্র মক্কা-মদীনা সহ যুগ যুগ ধরে সর্বত্রই ২০ রাকা'আত তারাবীর নিয়ম চলে আসা-ই এই ইজমার (মুসলিম উম্মাহর ঐক্যমতের) উজ্জল দলীল বহন করে। তার পরেও সুদৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করার জন্য মুসলিম বিশ্বের বরেণ্য কয়েকজন ইমামের উক্তি নিম্নে প্রদত্ত হলো-

➢... বিখ্যাত তাবেয়ী, ইমাম আ'তা বিন আবী রাবাহ (রহ.) বলেন-

أدركت الناس وهم يصلون ثلاثا وعشرين ركعة بالوتر.

'' আমি লোকদেরকে (সাহাবী ও তাবেয়ীগণকে) পেয়েছি , তারা বিতর সহ ২৩ রাকা'আত পড়তেন'' (৬৭)

তাবেয়ী, আ'তা (রহ.) এর উক্ত বর্ণনাটি সহীহ্ (বিশুদ্ধ) সনদে বর্ণিত। এতে একজন বর্ণনাকারীও দুর্বল নেই । এ ধরণের বর্ণনা অন্যান্য বড় বড় তাবেয়ীগণ থেকেও রয়েছে।

এ সব কে সামনে রেখে ইমাম ইবনে আব্দুল বার (রহ.) লিখেছেন :-✍... ' و هو الصحيح عن ابى بن كعب من غير خلاف من الصحابة''

'সাহাবী হযরত উবাই বিন কাব (রাঃ) থেকে এটাই বিশুদ্ধরূপে প্রমাণিত, এতে সাহাবীগণের কোন মতানৈক্য ছিল না। (৬৮)

(৬৭) মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ২/৩৯৩/৭৬৮৮।
(৬৮) আল-ইসতেজকার :২/৭০।

প্রখ্যাত ইমাম মোল্লা আলী কারী (রহ.) লিখেছেন:-✍...

" أجمع الصحابة على أن التراويح عشرون ركعة "

"তারাবীর নামায ২০ রাকা'আত এর উপর সব সাাহাবায়ে কিরামের ইজমা (সর্ব সম্মত ঐক্যমত) সংঘটিত হয়েছে। (৬৯)

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম ক্বাসতালানী (রহ.) লিখেছেন :-✍...

" وقد عدوا ماوقع فى زمن عمر رضى الله تعالى عنه كالإ جماع '

'হযরত উমর (রাঃ) এর যুগের অবস্থা প্রায় ইজমা বা সর্বসম্মত ঐক্যমত পর্যায়ের। (৭০)

ইমাম ইবনে কুদামা হাম্বলী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আল মুগনীতে লিখেন:-✍...

أنه ما فعله عمر رضى الله عنه وأجمع عليه الصحابة رضى الله عنهم فى عصرهم أحق و أولى بالإتباع"

"হযরত উমর (রাঃ) যা করেছেন এবং যে বিষয়ে সব সাহাবায়ে কিরাম ঐ সময়ে ইজমা (সর্বসম্মত ঐক্য) হয়েছেন, তা অনুসরণের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা

(৬৯) মিরকাত, শরহে মিশকাত-৩/৩৪৬।
(৭০) ইরশাদুস সারী শরহে বুখারী-৩/৪২৬।

গ্রহণযোগ্য ও সর্বোত্তম বিষয়"। (৭১)

উল্লেখ্য যে, ইবনে কুদামা (রহ.) এর উপরোক্ত বক্তব্যে ইজমার গ্রহণযোগ্যতা, বিশেষ করে সাহাবীগণের ইজমা সর্বাপেক্ষা প্রাধান্যযোগ্য ও সর্বোত্তম অনুসরণীয় হওয়ার প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত তথ্যের জন্য লেখকের বই ❀ **'মাযহাব মানি কেন'** ❀ দেখতে পারেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার অভিমত

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মতামত ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ২০ রাকা'আত তারাবীর ব্যাপারে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের ইজমা (সর্বসম্মত ঐক্যমত) হওয়ার বিষয়টা আহলে হাদীস বন্ধুদের আরো হৃদয়গ্রাহী হওয়ার জন্য ইমাম ইবনে তাইমিয়ার একটি উক্তি পুনরায় উল্লেখ করা খুবই জরুরী মনে করি।

কারণ তিনি হলেন তাদের সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ইমাম, আরব বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গবেষক, বরেণ্য সাধক, শাইখুল ইসলাম। তিনি বলেন

" إنه قد ثبت أن أبى بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة فى قيام رمضان و يوتر بثلاثٍ ' فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة . لأنه أقامه بين المهاجرين و الأنصار- ولم ينكره منكرٌ ."

"এটা অবশ্যই প্রমাণিত যে, উবাই ইবনে কা'ব (রা:) রমযানের তারাবীতে লোকদের নিয়ে ২০ রাকা'আত পড়তেন এবং তিন রাকা'আত বিতর পড়তেন। তাই অসংখ্য আলেম এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এটিই সুন্নত।

(৭১) আল মুগনী-১/১৬৭।

কেননা উবাই ইবনে কা'ব (রা:) মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণের মধ্যে ২০ রাকা'আত পড়িয়েছেন। আর কোন একজনও তাতে আপত্তি করেননি"। (৭২)

উল্লেখ্য যে, ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এর শেষ বাক্যটি সুস্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে যে, তারাবীর নামায ২০ রাকা'আত হওয়ার ব্যাপারে সব সাহাবী ও তাবেয়ীগণের ইজমা (সর্বসম্মত ঐক্যমত) ছিল, এতে কারো কোন আপত্তি ছিল না।

দেড় হাজার বছরে তারাবীর ইতিহাস

উপরের আলোচনার দ্বারা অবশ্যই সুস্পষ্ট হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের যুগে ২০ রাকা'আত তারাবীহ পড়া হতো। এমনকি তাঁদের একজনেরও কোন আপত্তি ছিল না। এতে করে পবিত্র মক্কা-মদীনা ও গোটা মুসলিম বিশ্বের পরিস্থিতিও আশা করি সবার উপলব্ধি হয়েছে। কারণ অধিকাংশ সাহাবা পবিত্র মক্কা-মদীনাতেই অবস্থান করতেন। এছাড়া যারা হারামাইন শরীফাইনের বাহিরে অবস্থান করতেন তাঁরাও হারামাইন শরীফাইনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। তাই এ দু'শহরের সাহাবীগণের মধ্যে এ বিষয়ে কোন দ্বন্দ্ব হতো না।

অতএব ২০ রাকা'আত তারাবীর ব্যাপারে সাহাবী তাবেয়ী তথা গোটা দুনিয়ার মুসলিম উম্মাহর ইজমা সংঘটিত হওয়ার বিষয়টা আরো

সুস্পষ্ট হওয়ার লক্ষে তদানীন্তন হারামাইন শরীফাইন (মক্কা-মদীনার) অবস্থাটা প্রিয় পাঠকগণের খিদমতে উপস্থাপন করার প্রয়াস পাবো।

(৭২) মাজমূয়াতুল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া: ২৩/১১২-১১৩।

মক্কা মুকার্‌রমায় তারাবীহ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবা তাবেয়ীনদের যুগ থেকেই পবিত্র মক্কা শরীফে ২০ রাকা'আত তারাবীর নিয়ম আজ পর্যন্ত নিয়মিতভাবে চলে আসছে। এক্ষেত্রে ইমাম তিরমিযী (রহ.) তাঁর নিজস্ব মতামত এবং ইমাম শাফেয়ী (রহ.) সহ অন্যান্য ইমামগণের মতামত ব্যক্ত করে লিখেন:-✍...

وأكثر أهل العلم ما روي عن عمر و علي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم عشرين ركعة وهو قول الثوري و ابن المبارك و الشافعي وقال الشافعي وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة.

"অধিকাংশ আলেমগণ তারাবীর রাকা'আত প্রসঙ্গে ঐ মতই পোষণ করেন, যা হযরত উমর (রা:), হযরত আলী (রা:), এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অন্যান্য সাহাবীগণ থেকে ২০ রাকা'আত বর্ণিত হয়েছে। আর তা ইমাম সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক এবং ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মত। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেছেন ; "আমি পবিত্র মক্কাবাসীকে ২০ রাকা'আত তারাবীর নামায পড়তে পেয়েছি"। (৭৩)

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) মক্কাবাসীদের আমল সম্পর্কে তাঁর প্রণীত বিশ্ব বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাবুল উম' এ লিখেন ✍...

" و أحب إلى عشرون ' لأنه روى عن عمر رضى الله عنه و كذلك يقومون بمكة ' ويوترون بثلاثٍ

"তারাবীর নামায ২০ রাকা'আত পড়া আমার কাছে পছন্দনীয়। কেননা,

(৭৩) তিরমিযী শরীফ ; ৩/১৭০।

উমর (রা:) থেকে এমনই বর্ণিত আছে। আর মক্কাবাসীগণও তারাবীর নামায এভাবেই আদায় করেন এবং তিন রাকা'আত বিতর পড়েন"। (৭৪)

(৭৪) কিতাবুল উম ;১/১৪২।

বি:দ্র: আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) ইমাম তিরমিযী ও শাফেয়ী (রহ.) এর বর্ণনা পদ্ধতিতে রহস্য উদঘাটন করার চেষ্টা করেছেন। কেননা হযরত উমর(রা:) এর যুগে ২০ রাকা'আত তারাবীহ হতো এ কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে তাঁরা লিখেছেন "روى" "অর্থাৎ ২০ রাকা'আত বর্ণিত হয়েছে। আর 'বর্ণিত হয়েছে' শব্দটা হাদীসের পরিভাষায় দুর্বলতার ইঙ্গিত বহন করে। অতএব বুঝা গেল তাদের ধারণা মতে উমর (রা:) এর যুগে ২০ রাকা'আত তারাবীহ হতো এ বর্ণনাটি দুর্বল। অন্যথায় এ ক্ষেত্রে তাঁরা "বর্ণিত হয়েছে" না লিখে "বর্ণনা করেছেন" লিখতে পারতেন।

সমাধান ☞...روى 'বর্ণিত হয়েছে' এধরনের শব্দ হাদীসের দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য কেউ কেউ ব্যবহার করে থাকেন। তবে এ ক্ষেত্রে ইমাম তিরমিযী ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর অবহেলা রয়েছে। বিশেষত ইমাম তিরমিযী তাঁর কিতাবে অসংখ্য সহীহ হাদীসের ক্ষেত্রেও এ ধরনের শব্দ প্রয়োগ করেছেন।

প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ইমাম সাখাবী, ইমাম নববী, জামালুদ্দীন কাসেমী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন যে, এ ধরণের শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু কিছু মুহাদ্দিস ও ফক্বীহগণের অবহেলা রয়েছে, তাঁরা অনেক সহীহ হাদীসের ক্ষেত্রেও এ ধরনের শব্দ প্রয়োগ করেছেন। অতএব 'বর্ণিত হয়েছে' এমন শব্দ প্রয়োগের ফলে হাদীসটি দুর্বল এমন কোন ইঙ্গিত এখানে আছে বলার সুযোগ নেই।

মোটকথা, তারাবীর নামায ২০ রাকা'আত পড়া সাহাবায়ে কিরাম (রা:), পরবর্তী ইমাম ও আলেমগণ এবং মক্কাবাসীগণের আমল ছিল। মক্কা মুকার্‌রমায় কোন যুগেই এর কম বা বেশী পড়া হয়েছে ; এমন কোন প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় নেই। এ জন্য আজও সেখানে তারাবীর নামায ২০ রাকা'আতই পড়া হচ্ছে।

মদীনা মুনাওয়ারায় তারাবীহ

এ প্রবন্ধের শুরু থেকেই আলোচনা করে আসছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই মদীনা শরীফে ২০ রাকা'আত তারাবীর সূচনা করেন। যুগ যুগ ধরে দেড় হাজার বছর যাবৎ এ পদ্ধতি চলে আসছে। পনেরশ বছরের ইতিহাসে মদীনা শরীফে ২০ রাকা'আতের কম তারাবীর নামায কেউ পড়েন নি।

বরং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীর কিছু অতি উৎসাহী মানুষ ৩৬ রাকা'আত তারাবীহ এবং তিন রাকা'আত বিতর সহ ৩৯ রাকা'আত পর্যন্ত পড়েছেন। বিস্তারিত দলীল প্রমাণ আলোচনা হয়েছে।।
এপরিসরে প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত আব্দুল আযীয বিন রুফাই (রহ.) এর বর্ণনাটি পুনরাবৃত্তি করবো ; -

" كان أبى بن كعب يصلى بالناس فى رمضان بالمدينة عشرين ركعة ."و يوتر بثلاثٍ "

"হযরত উবাই বিন কা'ব (রা:) রমযান মাসে লোকদের নিয়ে মদীনাতে ২০ রাকা'আত তারাবীহ এবং তিন রাকা'আত বিতর পড়তেন"। (৭৫)

(৭৫) মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ২/৩৯৩/৭৭৬৬। সনদ গ্রহণ যোগ্য, বিস্তারিত তথ্য আলোচনা হয়েছে

শায়খ আতিয়্যা সালিম মাদানী (রহ.) এর অভিমত

আরব বিশ্বের প্রখ্যাত আলেম, মদীনা শরীফের মাহকামার অন্যতম বিচারপতি, মসজিদে নববীর সুদীর্ঘকালের স্বনামধন্য উস্তাদ শায়খ আতিয়্যা মুহাম্মাদ সালিম (রহ.)। মসজিদে নববীতে তাঁর দরসে আরবের বড় বড় শায়খ, বিজ্ঞ আলেম ও ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ও ছাত্ররাও বসতেন। আমি নিজেও ১৯৯৬ ইং থেকে ২০০০ ইং পর্যন্ত অনেক দিন তাঁর দরসে বসেছি। রমযান মাসে তিনি তারাবীর নামাযের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতেন।

এ বিষয়ে বিশদ বর্ণনা ও তথ্যবহুল একটি কিতাবও তিনি লিখেছেন। গোটা জীবন তিনি মদীনায় অবস্থান করেছেন। তিনি মদীনার বিচারপতি ছিলেন। তিনি মদীনার সেই ঐতিহ্যবাহী মসজিদে নববীতে সুদীর্ঘকালের উস্তাদ ছিলেন, তাই ঐ মসজিদে তারাবীর নামাযের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর লেখা তথ্যাবলী বেশী নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এ জন্য তাঁর উল্লেখিত কিতাবটি থেকে আংশিক আলোকপাত করবো।

"তিনি তাঁর কিতাবের ভূমিকায় কিতাবটি লেখার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন ; "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মসজিদে তারাবীর নামায চলতে থাকে আর ওদিকে কিছু লোক ৮ রাকা'আত পড়ে

নামায সমাপ্ত করে দেয়। তাদের ধারণা, তারাবীর নামায ৮ রাকা'আত পড়া উচিত, এর বেশী বৈধ নয়। এ ভাবে ঐ লোকগুলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মসজিদে অবশিষ্ট নামাযের সাওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকে। তাদের অশুভ নসীব দেখে মনে দুঃখ হয় ! তাই আমি এই কিতাব লেখার ইচ্ছা করেছি, যাতে তাদের সন্দেহ-সংশয় দূর হয়ে যায় এবং ২০রাকা'আত তারাবীহ পড়ার তাওফীক হয়।

আর যে সব গোড়া ধরনের লোক ইদানীং মসজিদে নববী থেকে ইশার নামায পড়েই বের হয়ে যায় যে, অন্যত্র কোন মসজিদে গিয়ে ৮ রাকা'আত তারাবীহ পড়বে, তাদেরকে শুধু এটুকু বলে দেয়াই যথেষ্ট যে, মসজিদ থেকে বের হয়ে না তোমরা ওই হাদীসের উপর আমল করলে - যে হাদীসে ঘরে যেয়ে নফল নামায পড়ার ফযীলত উল্লেখিত হয়েছে, আর না তোমরা "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মসজিদে তারাবীহ পড়ার ফযীলত লাভ করলে, যে মসজিদে এক রাকা'আত নামায পড়া অন্যত্র এক হাজার রাকা'আত নামায পড়ার চেয়েও উত্তম। (৭৬) অপর বর্ণনায় ৫০ হাজার রাকা'আতের চেয়েও উত্তম। (৭৭)

মদীনার অধিবাসী শায়খ আতিয়্যা সালিম তাঁর উল্লেখিত গ্রন্থে প্রতি শতাব্দীতে তারাবীর অবস্থা পৃথক পৃথক ভাবে বিস্তারিত লিখেছেন। নিম্নে অতি সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

(৭৬) আত তারাবীহ আকসারা মিন আলফি আ'ম , এর ভূমিকায় ।
(৭৭) ইবনে মাজাহ শরীফ : ২/১৭৬/১৪১৩

হিজরী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে তারাবীহ

শায়খ আতিয়্যা সালিম (রহ.) লিখেন, দলীল প্রমাণ সহ বিস্তারিত আলোচনা করেছি, সারকথা হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পূণ্য যুগে এবং তাঁর পরেও সাহাবায়ে কিরাম ২০ রাকা'আত তারাবীহ পড়েছেন। (এর কম কেউ পড়েছে, ইতিহাসে এমন কোন প্রমাণ নেই) বরং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে কিছু অতি উৎসাহী লোক ৩৬ রাকা'আত তারাবীহ এবং তিন রাকা'আত বিতর মিলে ৩৯ রাকা'আত পর্যন্ত পড়েছেন। (৭৮)

☞... হিজরী চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে তারাবীহ

এ শতাব্দীগুলোতে তারাবীর অবস্থা সম্পর্কে তিনি লিখেন ✍...

" عادت التراويح فى تلك الفترة كلها إلى عشرين ركعة فقط 'بدلا من ست و ثلاثين ."

" এই তিন শতাব্দীতে সবাই (৩৬) ছত্রিশ এর পরিবর্তে শুধু ২০ রাকা'আত তারাবীহ পড়তে থাকে"। (৭৯)

☞... হিজরী অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তারাবীহ

এসম্পর্কে শায়খ লিখেন ✍... " فكان يصلى التراويح أوَّل الليل بعشرين ركعة على المعتاد ' ثم يقوم آخر الليل فى المسجد بست عشرة ركعة ."

“এযুগে প্রথম রাতে যথারীতি পূর্বের ন্যায় ২০ রাকা‘আত তারাবীহ পড়া হতো। আর শেষ রাতে তখন ১৬ রাকা‘আত পড়া হতো”। (৮০)

(৭৮) আত তারাবীহ আকসারা মিন আলফি আ‘ম, পৃ ;৪১।

(৭৯) প্রাগুক্ত পৃ ;৪২।

(৮০)

☞...হিজরী চৌদ্দশ শতাব্দীতে তারাবীহ

শায়খ আতিয়্যা সালিম লিখেন :✍...

" دخل القرن الرابع عشرو التراويح فى المسجد النبوى على ما هى عليه من قبل ."

“চৌদ্দশ শতাব্দী শুরু হলো, মসজিদে নববীতে তখনো পূর্বের মতই চলতে থাকে”। (৮১)

তিনি আরো লিখেন, এই শতাব্দীতেই সৌদী আরবের রাজত্ব পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাদের এই সুদীর্ঘ শাসনামলেও তারাবীর নামায যথারীতি ২০ রাকা‘আতই চলতে থাকে।

শায়খের ভাষ্য হলো নিম্ন রূপ ✍...

" ثم جاء العهدالسعودى' فتوحدت فيه الجماعة فى المسجد النبوى وفى المسجد الحرام للصلوات الخمس وللتراويح ، و عادت حالة الإمامة إلى أصلها موحدة منتظمة . أما عدد الركعات وكيفية الصلاة فكانت عشرين ركعة بعد العشاء ، و ثلاثا وترا ؛ فتكون التراويح قد

استقر ت على عشرين ركعة على ما يدل عليه العمل فى جميع البلاد."

“এ শতাব্দীতে সৌদী শাসনামলের সূচনা হয়, তখন মক্কা ও মদীনায় পাঁচ ওয়াক্তের নামায ও তারাবীর নামাযের ব্যবস্থাপনা অধিক সুসংহত এবং বিভিন্ন সময়ে জামাআত পড়ার পরিবর্তে একই ইমামের পিছনে পড়ার ব্যবস্থা করা হয়। তবে তারাবীর রাকা‘আত সংখ্যা ও নামাযের পদ্ধতি পূর্বের ন্যায় ইশার পর ২০ রাকা‘আত তারাবীহ ও ৩ রাকা‘আত বিতর চলতে থাকে।

(৮১) প্রাগুক্ত ; পৃ ;৪৮।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তারাবীর নামায ২০ রাকা‘আত হওয়া ছিল সর্ব যুগের চিরমীমাংসিত একটি বিষয়, সে জন্য সব ভূখন্ডেই এ নিয়ম চালু হয়”। (৮২)

মসজিদে নববীতে নামাযের পদ্ধতি সম্পর্কে শায়খ আরো সুস্পষ্টভাবে লিখেন:-✍...

" يبدأ فضيلة الشيخ عبدالعزيز ، فيصلى عشر ركعاتٍ فى خمس تسليماتٍ ،... ثم يبدأها فضيلة الشيخ عبد المجيد فى العشر ركعاتٍ أخرى مباشرة ، يصليها بخمس تسليماتٍ ... فيكون العشرون ركعةً كاملةً بجزءٍ كاملٍ."

“প্রথমে (মসজিদে নববীর তদানীন্তন ইমাম) শায়খ আব্দুল আযীয (রহ.) নামায শুরু করতেন। তিনি পাঁচ সালামে দশ রাকা‘আত পড়াতেন। অতঃপর (অপর ইমাম) শায়খ আব্দুল মাজীদ (রহ.) পাঁচ সালামে দশ রাকা‘আত পড়াতেন। এভাবে ২০ রাকা‘আত পূর্ণ হতো এবং পূর্ণ এক পারা কুরআন পড়া হতো। (৮৩)

(৮২) প্রাগুক্ত ; ৬৫ পৃ:
(৮৩) প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৮-৭৯।

শায়খ আতিয়্যা সালিমের অনুরোধ :-

উপরোক্ত ঐতিহাসিক পর্যালোচনার পর শায়খ আতিয়্যা সালিম (রহ.) লিখেন :- ✍...

" و فى نهاية هذا العرض التاريخى نستوقف القارئ الكريم نتسائل معه ؛ هل وجد التراويح عبر التاريخ الطويل أكثر من ألف عام فى مسجد النبى صلى الله عليه و سلم منذ نشئتها إلى اليوم قد اقتصرت على ثمان ركعات أو قلت عن العشرين ركعة ؟ أم أنها أربعة عشر قرنا و هى على هذا الحال ما بين العشرين و الأربعين ، وهل سمع قولا ممن تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ أو الذين سبقونا بالإيمان ؛ و لو من شخص واحد يقول : لا تجوز الزيادة على الثمان ركعات أخذا بحديث عائشة رضى الله عنها ... و إذا لم يوجد طيلةَ تلك المدة من يقول : لا تجوز الزيادة على الثمان ركعات ' و لا وجدَ طيلةَ هذه المدة من يقتصر على ثمان ركعات فى مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم جماعة ؛ فإن أقل ما يقال لهولاء الذين لا يرون جواز الزيادة على الثمان ركعات ' ولا يقتصرون على أنفسهم فيما ارتأوه بل يدعون غيرهم إليه ؛ فيقال لهم : إن إتباع الأمة من عهد الخلفاء الراشدين إلى اليوم ، و موافقة الجماعة من الصدر الأول إلى

هذا العهد خير من المخالفة ، خصوصا من يصلى فى المسجد و مع الإمام."

"উপরোক্ত ঐতিহাসিক পর্যালোচনার পর পাঠকদের খেদমতে আমার জিজ্ঞাসা, মসজিদে নববী (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মসজিদ) প্রতিষ্ঠার পর থেকে হাজার বছরেরও বেশী ইতিহাসে কখনো কি এতে তারাবীর নামায কোন দিন ৮ রাকা'আত পড়া হয়েছে ? অথবা ২০ রাকা'আতের কম কি পড়া হয়েছে ? বরং চৌদ্দশ বছরের ইতিহাস এ কথাই সাক্ষ্য দেয় যে, তারাবীর নামায সর্বদা ২০ রাকা'আত বা আরো বেশী পড়া হয়েছে।

আমি আরো জানতে চাই, কোন মুহাজির বা আনসার সাহাবী বা যারা সর্ব প্রথম ঈমান এনেছিলেন, তাঁদের কোন একজনও কি বলেছেন যে , ৮ রাকা'আতের বেশী তারাবীহ পড়া জায়েয হবে না ? তাঁদের কোন একজনও কি আয়েশা (রা:) এর হাদীসকে ৮ রাকা'আত তারাবীর পক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন ? যখন এই দীর্ঘকালে একজন মাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিও এমন পাওয়া যায় না, যিনি বলেছেন তারাবীর নামায ৮ রাকা'আতের বেশী পড়া জায়েয নয়, আর না কেউ বলেছেন এই দীর্ঘসময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মসজিদে কোন দিন জামা'আতে ৮ রাকা'আত পড়া হয়েছে। তার পরেও যারা ৮ রাকা'আত নিয়েই অটল আছেন এবং অন্যদেরকে সেদিকে দাওয়াত দিচ্ছেন, তাদেরকে আমি শুধু এতটুকুই বলতে পারি যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের তথা ইমলামের প্রথম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সকল মুসলিম উম্মাহর ধারাবাহিক আমলের বিরোধিতা করার চেয়ে অনুসরণ করাই অধিক শ্রেষ্ঠ। বিশেষ করে যিনি মসজিদে ইমামের পিছনে জামা'আতে তারাবীহ পড়বেন"। (৮৪)

(৮৪) আত তারাবীহ আকসারা মিন আলফি আ'ম, পৃ ;১০৮-১০৯।

আমার দেখা মক্কা-মদীনা

১৯৯৬ইং মুতাবেক ১৪১৬ হিজিরীতে আমি মদীনা ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছি। কয়েক মাস পরই আসে পবিত্র রমযান মাস। আছরের সময়ই পৌঁছে যেতাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মসজিদে। তারাবীহ খতম করে ফেরত আসতাম ইউনিভার্সিটিতে। সময় সুযোগে মক্কা শরীফ যাওয়ার তাওফীক হতো।

প্রথম রমযানের কথা, ইশার নামায পড়ালেন মসজিদে নববীর প্রধান ইমাম শায়খ আব্দুর রহমান আল-হুযাইফী। তিনি মদীনা ইউনিভার্সিটিরও উস্তাদ। ইশার নামায শেষে দু' রাকা'আত সুন্নত পড়েই শুরু করলেন তারাবীর নামায। দু' রাকা'আত দু' রাকা'আত করে পাঁচ সালামে তিনি দশ রাকা'আত সমাপ্ত করলেন। এরপর মধুর কণ্ঠস্বর ইমাম সুবাইতী সাহেব এভাবেই অবশিষ্ট দশ রাকা'আত পড়ালেন।

ই'তেকাফ করার নিয়্যতে ১৯ রমযান যাই মক্কা শরীফে। ইশার পূর্বক্ষণে পৌঁছি সেখানে। ততক্ষণে মক্কা শরীফের প্রসিদ্ধ ইমাম শুরাইম সাহেব ইশার নামায শুরু করেন মাত্র। ইশার পর সুললিত কণ্ঠে তিনি

তারাবীর প্রথম দশ রাকা'আত পড়ান। এরপর সামনে আসেন আলোড়ন সৃষ্টিকারী তিলাওয়াতের অধিকারী, জনপ্রিয় ইমাম সুদাইছি সাহেব। তিনি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী তিলাওয়াতের মাধ্যমে অবশিষ্ট দশ রাকা'আত পূর্ণ করেন। সুদীর্ঘ চারটি বছর মক্কা-মদীনায় এভাবেই তারাবীর নামায ২০ রাকা'আত পড়তে নিজ চোখে দেখেছি। মাঝে মধ্যে মদীনা ইসলামিক ইউনিভার্সিটির মসজিদেও তারাবীহ পড়েছি। এতেও ২০ রাকা'আতই পড়া হতো।

পবিত্র মক্কা-মদীনা বা সৌদী আরবের কোন মসজিদে তখন ২০ রাক'আতের কম তারাবীহ পড়া হতো-তা আমি কোথাও দেখিনি। হ্যাঁ আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মসজিদে ও আল্লাহর ঘরে অতি নগন্য সংখ্যক অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও যুবক শ্রেণী ৮ রাকা'আত নামায পড়ার পর নামাযীদের সামনে দিয়ে ও ঘাড়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বের হয়ে যায়। ঐ কপাল পোড়া ও হতভাগাদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেই শায়খ আতিয়্যা সালিম তারাবীর নামাযের ঐতিহাসিক বইটি লিখেছিলেন। এর উদ্ধৃতি আমরা ইতি পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

উল্লেখ্য যে, কোন বয়স্ক মুরব্বী এবং কোন একজন আলেমকে কোন দিন ৮ রাক'আত পড়ে চলে যেতে আমি দেখি নাই। বরং মক্কা-মদীনার বিজ্ঞ শায়খ এবং মক্কা ইউনিভার্সিটি ও মদীনা ইসলামিক ইউনিভার্সিটির কতিপয় বিচক্ষণ প্রফেসরগণের মুখের বাণী শুনেছি, "৮ রাকা'আত তারাবীর মতবাদ আমার বাপ-দাদার কাছে শুনি নাই, ছোট বেলায় শুনি নাই, যুবক বয়সে শুনি নাই-ইদানীং তা শুনা যাচ্ছে এবং কিছু বাচ্চা ও যুবককে এর প্রতি অতি উৎসাহী ও উদ্যমী দেখা যাচ্ছে। (৮৫)

বস্তুত প্রকৃত বিষয়টা এমনই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবী-তাবেয়ী ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনগণের আমল আর পনেরশত বছরের ইতিহাসে "৮ রাকা'আত তারাবীর" কোন অস্তিত্ব নেই। তাই আল্ল-

ামা আতিয়্যা সালিম (রহ,) লিখেছেন-... أن اتباع الأمة من عهد الخلفاء الراشدين إلى اليوم ' و موافقة الجماعة من الصدر الأول إلى هذا العهد خير من المخالفة

''খুলাফায়ে রাশেদীনের তথা ইসলামের প্রথম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিম

(৮৫) মক্কা ও মদীনা ইউনিভার্সিটিতে সব মাযহাবের প্রফেসর ও ছাত্র রয়েছে। সেখানে মতামত প্রকাশের দ্বার উম্মুক্ত। ইলমী আলোচনা পর্যালোচনায় কোন আপত্তি নেই। দু'একজন ব্যতীত সেখানে কেউই বাড়াবাড়ি ও প্রতিহিংসার আশ্রয় নেয় না।

উম্মাহর ধারাবাহিক আমলের বিরোধিতা করার চেয়ে তাদের অনুসরণ করাই শ্রেষ্ঠ। (৮৬)

এ পরিসরে বিশেষ ভাবে অনুধাবনযোগ্য, যারা সৌদী আরবের অনুসরণ করে বলে দাবী করে তাদেরও চিন্তা করার সময় এসেছে। সৌদী আরব ও মুসলিম বিশ্বের প্রাণ কেন্দ্র পবিত্র মক্কা-মদীনা এবং গোটা আরব দেশে ২০ রাকা'আত তারাবীহ হচ্ছে।

সৌদী আরবের প্রাক্তন গ্র্যান্ড মুফতী আব্দুল্লাহ বিন বায ও বর্তমান গ্র্যান্ড মুফতী আব্দুল আযীয সহ (বিচিত্র কয়েকজন ব্যতীত) বিজ্ঞ আলিম, মুফতী, কাযী সবাই তারাবীর নামায ২০ রাক'আত পড়েন।

পরিশেষে আমি তাদেরকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে অনুরোধ করি, আপনারা আরো চিন্তা করুন ! যে কোন সাধারণ মসজিদে জামাআতে নামায পড়লে এক রাকা'আতে ২৭ গুণ , মসজিদে নববীতে ৫০ হাজার গুণ, এবং আল্লাহর ঘরে এক রাকা'আতে হয় একলক্ষ রাকা'আত পড়ার সমতুল্য সওয়াব। আর রমজান মাসে সবই বৃদ্ধি পায় ৭০ গুণে। সুতরাং যারা

মুসলমানদের সঙ্গে বাড়াবাড়ি করে মসজিদ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন তারা কতো লক্ষ-কোটি গুণ সওয়াব থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন ! ?

তাই আসুন ! বাড়াবাড়ি ছেড়ে দেই, মতভেদ ভুলে যাই, মুসলমান পরস্পরকে বুঝতে চেষ্টা করি, ভাই ভাই হয়ে যাই. প্রতিহিংসা ছুড়ে ফেলি আস্তাকুড়ে। মতানৈক্য আপন গন্ডিতে রাখি, যে সব বিষয়ে মিল আছে সে গুলো আপন হয়ে এগিয়ে নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শকে আঁকড়ে ধরি মজবুত করে, প্রমাণ করি আমরা সত্যিকার মুসলমান।

(৮৬) আত তারাবীহ আকসারা মিন আলফি আ'ম -পৃ:১০

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

(আট রাকা'আত তারাবীহ)

আট রাকাআত তারাবীহ প্রসঙ্গে কিছু কথা

ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম উম্মাহ তারাবীর নামায ২০ রাকা'আত পড়ে আসছে। হাদীস শরীফ ও সাহাবী তাবেয়ীগণের আমল ও উক্তির আলোকে যুগ যুগ ধরে নির্ভরযোগ্য ইমামগণ ও উলামায়ে কিরামের মত হলো তারাবীর নামায ২০ রাকা'আত পড়া সুন্নত। তবে অনিবার্য অপরাগতাহেতু এর কম পড়ার অনুমতি আছে।

সাম্প্রতিককালে বিচিত্র একশ্রেণীর কিছু লোক ভিন্ন একটি মতবাদ রচনা করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তাদের দাবী হলো তারাবীর নামায হবে অনুর্ধ্ব আট রাকা'আত। তারাবীর নামায ৮ রাকা'আতের বেশী পড়া বিদআ'ত, নাজায়েয ও গুনাহের কাজ ইত্যাদি। (৮৭)

বলাবাহুল্য, এ মতবাদটি সম্পূর্ণ তাদের মনগড়াভাবে রচিত। তাদের অলসতা আর অবহেলাই এর পেছনে কাজ করছে। এদের মনোবাঞ্চনাই এই মতবাদের একমাত্র ভিত্তি। তথাকথিত নতুন গবেষকদের চিন্তা প্রসূত একটি সিদ্ধান্তকে শরীয়তে রূপান্তর করার জন্য তারা কয়েকটি অপ্রাসঙ্গিক অথবা দুর্বল ত্রুটিপূর্ণ ও ভিত্তিহীন হাদীস পেশ করে। অনুসন্ধিৎসু সচেতন পাঠক মহল এগুলোর সঠিক সমাধান ও যথাযথ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জানতে চায়। তাই একে একে তাদের সব কটি সংশয়ের নিরসন করার প্রয়াস পাবো-

(৮৭)- নাইলুল আওতার শাওকানী -৩/৫৮। তুহফাতুল আহওয়াযী মুবারকপুরী ৩/৪৪০ ছালাতুত তারাবীহ, আলবানী (বাংলা ৩০ পৃ:)।

সংশয় এক :- একটি অপ্রাসঙ্গিক হাদীস।

তারাবীর নামায ৮ রাকা'আত প্রমাণ করার জন্য উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত একটি অপ্রাসঙ্গিক হাদীস তারা উল্লেখ করে থাকে। হাদীসটি হলো :-

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا."

হযরত আবু সালামা (রা:) বলেন যে, তিনি হযরত আয়েশা (রা:) কে জিজ্ঞাসা করেছেন, রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামায কেমন হত? আয়েশা (রা:) উত্তরে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে এবং রমযান ছাড়া অন্য মাসে

এগারো রাকা'আতের বেশী পড়তেন না । তিনি চার রাকা'আত নামায এমনভাবে পড়তেন যে এর দীর্ঘতা ও সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এরপর আরো চার রাকা'আত এমনভাবে পড়তেন যে এর দীর্ঘতা ও সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এরপর তিনি তিন রাকা'আত নামায পড়তেন। (৮৮)

উল্লেখিত হাদীসটি বুখারী শরীফ সহ হাদীসের নির্ভরযোগ্য সব কিতাবেই লিপিবদ্ধ আছে। এই হাদীসটি আহলে হাদীস বন্ধুদের একটি বড় খুটি, তাদের একমাত্র সহীহ হাদীস।

(৮৮) বুখারী শরীফ,তাহাজ্জুদ অধ্যায়-২/৩৪৮(১১৪৭) এবং তারাবীহ অধ্যায়-২০১৩।

কিন্তু তারাবীর ক্ষেত্রে এই হাদীসটি একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। এতে তারাবীহ সম্পর্কীয় কোন আলোচনা আদৌ নেই। অতএব এই হাদীসের আলোকে তারাবীর নামায কতো রাকা'আত হবে তা প্রমাণ করার কোন অবকাশ নেই। নিম্নে এর কয়েকটি তথ্য উপস্থাপন করা হলো,

এক ☞... উপরোক্ত হাদীসেই উল্লেখ আছে যে, এতে তারাবীহ বিষয়ক কোন আলোচনা নেই। কারণ এর ভাষ্য হলো- 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে এবং রমযান ছাড়া অন্য মাসে ১১রাকা'আতের বেশী পড়তেন না। এতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় যে এই হাদীসে এমন নামাযের কথা বলা হয়েছে , যা রমযান ছাড়া অন্য মাসেও পড়া হয়। অথচ আমরা জানি তারাবীর নামায শুধু রমযান মাসেই পড়া হয়। অতএব হাদীসে তারাবীহ ব্যতীত অন্য কোন নামাযের বর্ণনা করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, তা হচ্ছে তাহাজ্জুদ নামায।

বস্তুত আয়েশা (রা:)থেকে বর্ণিত অপর হাদীসে আছে রাসূল সাল্ল-াল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশকে অন্য সময়ের তুলনায় বেশী পরিশ্রম করতেন। (৮৯) এ থেকে প্রশ্ন জাগে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে তাহাজ্জুদ নামায হয়তো বেশী রাকা'আত পড়তেন। আয়েশা (রা:) জানিয়ে দিলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসেও তাহাজ্জুদ নামায স্বাভাবিক ৮ রাকা'আতের বেশী পড়তেন না। (৯০)

দুই☞...আয়েশা (রা:)এর উল্লেখিত হাদীসের বর্ণনা-' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে চার রাকা'আত পড়েছেন ,

(৮৯) মুসলিম শরীফ-২/৮৩২ (হা:নং ১১৭৫)।
(৯০) নামাযে পয়গাম্বর ড.শায়খ মুহা: ইলিয়াস ফয়সাল।

এরপর চার রাকা'আত পড়েছেন।

লা-মাযহাবী ভাইদের ইমাম মুবারকপুরী (রহ:) ও আলবানী লিখেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার রাকা'আত নামায এক সালামে পড়েছিলেন। (৯১) সুতরাং বলতে হবে এই নামায অবশ্যই এমন নামায যা এক সালামে চার রাকা'আত করে পড়া হয়। আর তা হলো, তাহাজ্জুদ নামায। আর তারাবীর নামায তো লা-মাযহাবী ভাইয়েরাও দুই দুই রাকাআত করেই আদায় করেন।

তাহাজ্জুদ নামায দু' রাকা'আত অথবা চার রাকা'আত করে আদায় করা যায়। কিন্তু তারাবীর নামায তো সর্ব সম্মতিক্রমে দুই রাকা'আত করেই আদায় করা হয়। অতএব এই হাদীসে তারাবীর কোন আলোচনাই নেই। আর যদি আপনারা গায়ের জোরে বলেন, এই হাদীসে তারাবীরই বিবরণ এসেছে- তাহলে আপনাদেরকে বলতে হবে, কেন আপনারা তারাবীর নামায

দুই রাকা'আত করে পড়েন ...? (৯২) আপনারাই তো এ হাদীসের বর্ণনা মতো আমল করেন নি, অন্যদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন কোন যুক্তিতে ...? (!)

তিন- এই হাদীসের বর্ণনাকারী আয়েশা (রা:) নিজেও কোনদিন মনে করেন নি যে এতে ৮ রাকা'আত তারাবীহ পড়ার কোন ইঙ্গিত আছে অথবা আট রাকা'আতের বেশী পড়া যাবে না। কেননা, মসজিদে নববীতে আয়েশা (রা:) এর কামরার পার্শ্বে তাঁর জীবদ্দশায় সুদীর্ঘ ৪০টি বছরেরও বেশী কাল যাবৎ সাহাবী তাবেয়ীগণ তারাবীর নামায বিশ রাকা'আত পড়েছেন। যা তিনি নিজ চোখে দেখেছেন ও নিজ কানে শুনেছেন। কিন্তু তিনি এর কোন প্রতিবাদও করেন নি। এই হাদীসের আলোকে ৮ রাকা'আতেরবেশী পড়া নিষিদ্ধ হওয়ার কোন প্রমাণ থাকলে তিনি কখনো চুপ থাকতেন না। তিনি

(৯১) তুহফাতুল আহওয়াযী- ২/৪২৬ সালাতুত তারাবীহ ২৬।
(৯২) দেখুন ছালাতুত তারাবীহ, আলবানী-২৬।

এর কোন প্রতিবাদ করেছেন, দুনিয়াজোড়ে এমন কোন প্রমাণ নেই।

চার ☞...এই হাদীসের মর্ম যদি সত্যিই এমন হতো যে, তারাবীর নামায আট রাকা'আতই পড়তে হবে- তাহলে সাহাবী ও তাবেয়ীগণই সর্বপ্রথম এর মর্ম অনুধাবন করতেন এবং এ অনুযায়ী আমল করতেন। কিন্তু তাঁদের কেউ এই হাদীসকে ৮ রাকা'আত তারাবীর দলীল হিসেবে পেশ করেছেন বা এ অনুযায়ী আমল করেছেন এমন কোন প্রমাণ নেই।

পাঁচ ☞...এই হাদীসটি যদি বাস্তবেই তারাবীহ বিষয়ক হতো তাহলে যুগে যুগে মুজতাহিদ ইমামগণের কেউ না কেউ তা গ্রহণ করতেন এবং এ অনুযায়ী আমল করতেন। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা,মালেক, শাফেয়ী, আহমদ এবং আহলে হাদীস ভাইদের মান্যবর ইমাম দাউদে

যাহেরী, ইবনে হাযাম ও ইবনে তাইমিয়া কেউই বলেন নি যে উপরোক্ত হাদীসে তারাবীর নামায ৮ রাকা'আত পড়তে বলা হয়েছে। বরং এতে তারাবীর কোন প্রসঙ্গই নেই। এতে আছে তাহাজ্জুদ নামাযের বর্ণনা।

তাইতো ইমাম সুয়ূতী রহ: লিখেছেন✍...

"إن العلماء اختلفوا فى عددها ' ولو ثبت ذلك من فعل النبى صلى الله عليه وسلم لم يختلف فيه."

"উলামায়ে কিরাম তারাবীর রাকা'আত সম্পর্কে মতানৈক্য করেছেন, যদি (আয়েশা (রা:) এর হাদীসের মতো) সহীহ হাদীসের আলোকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমল দ্বারা প্রমাণ হতো তাহলে এতে কোন মতভেদ হতো না। (৯৩)

(৯৩) আল হাভী , (আল মাছাবীহ ফি ছালাতিত্তারাবীহ) -১/৩৪৮।

ছয় ☞... আরবের বিজ্ঞ উলামায়ে কিরামের কর্মধারা ও মতামত ইতিপূর্বে স্ববিস্তারে আলোচনা করেছি । আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত বুখারী শরীফের উল্লেখিত হাদীসটি তাঁদের সামনে আছে। কিন্তু তারা কখনো বলেন না যে, এতে ৮ রাকা'আত তারাবীহ পড়তে বলেছে এবং ৮ রাকা'আতের বেশী পড়া যাবে না ।

বরং সৌদী আরবের অধিবাসী ড. শায়খ মুহাম্মাদ ইলিয়াস ফয়সাল ও মসজিদে নববীর সুদীর্ঘকালের উস্তাদ , বিচারপতি শায়খ আতিয়্যা মুহাম্মাদ সালিম প্রমূখ গ্র্যান্ড আলিমগণ এই নতুন মতবাদকে দাফন করার জন্য পুস্তক রচনা করেছেন । নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন চরমভাবে । সে দেশের প্রাক্তন ও বর্তমান গ্র্যান্ড মুফতী, উলামায়ে কিরামের স্থায়ী বোর্ডের সদস্যবৃন্দ ২০ রাকা'আত তারাবীর মতাদর্শকেই আঁকড়ে ধরেছেন ।

পবিত্র হারামাইন শরীফাইন (মক্কা-মদীনা) সহ গোটা আরবে ২০ রাকা'আত তারাবীহ চলে আসছে। সুতরাং আয়েশা(রা:)এর হাদীসে ৮ রাকা'আত তারাবীহ প্রসঙ্গে কোন আলোচনা আছে বলে মনে করে না। বরং এর প্রসঙ্গ অন্য বিষয় । বলাবাহুল্য তা হলো তাহাজ্জুদ নামায। তাইতো তাঁরা ইশার নামাযের পর ২০ রাকা'আত তারাবীহ এবং শেষ রাতে কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদ আদায় করেন। এ থেকে আরো একটি বিষয় পরিষ্কার হলো যে, তাঁদের নিকট তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ এক নামায নয়। তাই বলে, তারাবীহ এক সময়ে এবং তাহাজ্জুদ অন্য সময়ে পড়েন।

যে সব আহলে হাদীস ভাইয়েরা তারাবীহ ও তাহাজ্জুদকে একই নামায বলেন। উপরোক্ত আলোচনা থেকে তাদেরকেও শিক্ষা নিতে হবে । আমি তাদের বিভ্রান্তি মূলক ও স্ববিরোধী বক্তব্য শুনে খুবই বিস্মিত হই।

তারা এক দিকে বলছে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একই নামাযের দুই নাম মাত্র, ১১ মাসে যা তাহাজ্জুদ হিসেবে পড়া হয়, রমযান মাসে এরই নাম হয় তারাবীহ।

অপর দিকে বলে ৮ রাকা'আতের বেশী তারাবীহ পড়া বিদআত, না জায়েয ইত্যাদি । অথচ বুখারী ও মুসলিম শরীফের সহীহ হাদীসের আলোকে তাহাজ্জুদ নামায যতো রাকা'আত ইচ্ছা পড়া যাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি ইরশাদ করেন: مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

"দুই রাকা'আত, দুই রাকা'আত করে পড়ো ,সুবহে সাদেকের পূর্বে বিত্‌র পড়তে আশংকা হলে শেষ দু'রাকাতের সঙ্গে আরো এক রাকাআত পড়ো , যা বিতর নামাযে পরিণত হবে"। (৯৪)

সৌদী আরবের মান্যবর আলেম ,স্থায়ী উলামা পরিষদের নায়েব, শায়খ মুহাম্মাদ ছালেহ ইবনে উছাইমীন উপরোক্ত হাদীসের আলোকে লিখেছেন ... " وإن زاد على إحدى عشرة فلا حرج. "

"আট রাকা'আত অথবা বিত্‌র সহ এগারো রাকা'আতের বেশী পড়াতে কোন অসুবিধা নেই"। (৯৫)

সহীহ বুখারী শরীফের বর্ণনায় আয়েশা (রা:)বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রাতের নামায সাত, নয় এবং এগারো

(৯৪) বুখারী শরীফ ১/৩৪৫হা: নং-১১৩৭। মুসলিম শরীফ ১/৫১৬হা:নং ৭৪৯।
(৯৫) আহকামুছ ছিয়াম অত্তারাবীহ অযযাকাত ইবনে উছাইমীন পৃ: ১৯

রাকাআত হতো ফজরের সুন্নত ব্যতীত। (৯৬)
বুখারী শরীফের অপর বর্ণনায় আছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে ফজরের সুন্নত ব্যতীতই ১৩ রাকা'আত পড়তেন। (৯৭)

অন্য হাদীসে এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা (তাহাজ্জুদ) ও বিত্‌র পাঁচ রাকা'আত পড়, সাত রাকা'আত পড়, নয় রাকা'আত পড়, এগারো রাকা'আত পড় কিংবা তার চেয়ে বেশী পড়। (৯৮)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ:) লিখেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে ১৭ রাকা'আত তাহাজ্জুদ পড়তেন। (৯৯)

ইমাম বুখারী (রহ:) তিনি নিজেও প্রথম রাতে তারাবীহ এবং শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়তেন । (১০০)

অতএব যারা বলেন তারাবীহ এবং তাহাজ্জুদ একই নামাযের দুই নাম, তারা এসব ক্ষেত্রে কি বলবেন?

বলাবাহুল্য, তাদের স্ববিরোধী বক্তব্য তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ এক-তা পরিহার করতে হবে। বলতে হবে তাহাজ্জুদ যতো রাকা'আত ইচ্ছা পড়া যাবে। আর তারাবীহ ২০ রাকা'আত পড়া সুন্নত। অপারগতাবশত কমও পড়া যাবে।

(৯৬) বুখারী শরীফ ১/৩৪৫(১১৩৯)
(৯৭) বুখারী শরীফ ১/৩৫৪(১১৭০)
(৯৮) সহীহ ইবনে হিব্বান ৬/১৮৬(২৪২৯)
মুসতাদরাকে হাকেম ১/৩০৪(১১৩৭)
(৯৯) উমদাতুল কারী ৫/৪৯৭
(১০০) ফাতহুল বারীর মুকাদ্দিমা ৬৭৬পৃ

প্রিয় পাঠকগণ :

আমার সুদীর্ঘ আলোচনার সারমর্ম মাত্র কয়েকটি শব্দ, তা হলো আয়েশা (রা:) এর পূর্বোল্লেখিত হাদীস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানে বা রমযান ছাড়া ৮ রাকা'আতের বেশী নামায রাতে পড়তেন না। এতে তারাবীহ প্রসঙ্গে কোন নির্দেশনা নেই বরং এতে তাহাজ্জুদের নামাযের নির্দেশনা আছে । তার পরেও যদি কেউ গায়ের জোরে বলে এতে তারাবীর নামায সম্পর্কেই আলোচনা হয়েছে এবং এই হাদীসের আলোকে ৮

রাকাআতের বেশী তারাবীহ পড়া যাবে না, তাদের জন্য উলামায়ে কিরামের আরো একটি সমাধান নিম্নে পেশ করছি ।

হযরত আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসটির বর্ণনা গড়মিল- ভিন্ন ভিন্ন ধরণের। উপরের বর্ণনা মতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১১ রাকা'আতের বেশী পড়তেন না। (১০১)

বুখারী শরীফের অপর বর্ণনায় আয়েশা (রা:) বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে ১৩ রাকা'আত নামায পড়তেন । অতপর ফজরের আযানের পর দুই রাকা'আত পড়তেন। (১০২)

আহলে হাদীস ভাইদের মান্যবর ইমাম মুবারকপুরী (রহ:) লিখেন ✍...

" أنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم' كان قد يصلى ثلاث عشرة ركعة سوى ركعتى الفجر ."

(১০১) বুখারী শরীফ ১/৩৪৫হা:নং ১১৪০।
(১০২) বুখারী শরীফ ১/৩৫৪হা:নং ১১৭০।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত যে, তিনি ফজরের সুন্নত ব্যতীতই ১৩ রাকা'আত নামায পড়তেন। (১০৩)

বুখারী শরীফেরই অপর বর্ণনামতে আয়েশা (রা) বলেন :-

" سبع و تسع وإحدى عشرة سوى ركعتى الفجر ."

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সুন্নত ব্যতীত রাতে সাত রাকা'আত, নয় রাকা'আত, এগার রাকা'আত নামায পড়তেন। (১০৪)

আয়েশা (রা:) এর সব কটি বর্ণনা বুখারী শরীফ থেকে উদ্ধৃত। বুখারী শরীফের নাম শুনলেই আমাদের আহলে হাদীস বন্ধুরা লুফে নেয়, এতে নাক গলানোর চেষ্টা করে না। কিন্তু আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত এ সব গড়মিল হাদীসগুলোকে মিল দিয়ে ৮ রাকা'আত তারাবীহ প্রমাণ করার জন্য তারা অসামান্য অসাধুতা ও চরম খেয়ানতের আশ্রয় নিয়েছে। অথচ যুগ যুগ ধরে বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম বলে আসছেন এই গড়মিল (إضطراب) বর্ণনা কোন ক্ষেত্রেই প্রমাণযোগ্য নয় ।

তাই এ বর্ণনার দ্বারা তারাবীর নামায আট রাকা'আত এমনকি কোন সুনির্দিষ্ট সংখ্যাই প্রমাণ করার সুযোগ নেই। তবে এটুকু বলার অবকাশ আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের নামায (তাহাজ্জুদ) কম বেশী পড়তেন। বিশেষত শরীর ক্লান্ত হলে তখন কম পড়তেন।

(১০৩) বুখারী শরীফ ১/৩৫৪হা:নং ১১৭০।
(১০৪) বুখারী শরীফ ১/৩৪৫হা:নং ১১৩৯।

ইমাম কুরতুবী (রহ:) বলেন :

اشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم حتى نسب بعضهم حديثها إلى الاضطراب

"হযরত আয়েশা (রা:) এর উক্ত বর্ণনাতে অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের সংশয় সৃষ্টি হয়েছে বিধায় তাঁদের কেউ কেউ এ হাদীসটিকে "ইজতিরাব" গড়মিল বর্ণনাবলে অভিহিত করেছেন। (১০৫)

ইমাম ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহ:) লিখেছেন, ইমাম কুরতুবী বলেন ;-

والصواب أن كل شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز

"আসল কথা হলো, আয়েশা (রা:) এর ভিন্ন ভিন্ন (কম-বেশী) বর্ণনা থেকে বুঝা যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সময় ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং মনের প্রসন্নতার উপর নির্ভর করে কখনো বেশী কখনো কম পড়তেন। এছাড়া কম পড়ারও যে অনুমতি আছে তা বুঝানোর জন্য কখনো কম পড়তেন। (১০৬)

এ বিষয়ে চূড়ান্ত সমাধান পেশ করেছেন উপমহাদেশের শীর্ষ হাদীস বিশারদ-

(১০৫) ফাতহুল বারী শরহে বুখারী ৩/২৬।
(১০৬) ফাতহুল বারী শরহে বুখারী ৩/২৬।

আল্লামা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (রহ:)। তিনি লিখেন ✍...

" فمن ظن آخذا من حديث عائشة المذكور ههنا ' أن الزيادة على إحدى عشرة بدعة ؛ فقد ابتدع أمرا ليس من الدين."

"যারা আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসটি গ্রহণ করে মনে করে যে, এগারো রাকা'আতের বেশি পড়া বিদআত, তারা নিজেরাই একটি বিদআত সৃষ্টি করলো ,যা ইসলাম ধর্মে নেই"। (১০৭)

উপরোক্ত হাদীসের ক্ষেত্রে আহলে হাদীস আলিমগণের মতামত

ভারত বর্ষে আহলে হাদীস দলের সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম নবাব সিদ্দীক হাসান খান (রহ) লিখেছেন ✍...

" يعلم من حديث كان رسول الله صلى الله عليه و سلم' يجتهد فى رمضان ما لا يجتهد فى غيره ؛- رواه مسلم ، أن عددها كثير ."

"মুসলিম শরীফে বর্ণিত সহীহ হাদীসের দ্বারা জানা যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে অন্যান্য মাসের তুলনায় মুজাহাদা অনেক বেশী করতেন, এতে বুঝা যায় রমযানে তাঁর নামাযের রাকাআত সংখ্যাও বেশী হতো। (১০৮)

(১০৭) দেখুন, ✍... আত্ তালীকুল মুমাজ্জাদ , লক্ষ্ণৌভী - পৃষ্ঠা : ১৪২।
(১০৮) আল ইনতেকাদুর রাজী, সিদ্দীক হাসান পৃ: ৬১।

তিনি অন্যত্র লিখেছেন,

" بس آئى بزيادت عامل بسنة هَمْ بأَشْدْ ."

আট রাকা'আতের বেশী তারাবীহ আদায়কারীও সুন্নতের উপর আমলকারী হিসেবে গণ্য হবে। (১০৯)

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার উক্তি পূর্বেও উল্লেখ করেছি তিনি লিখেছেন ✍...

" إنه قد ثبت أن أبى بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة فى قيام رمضان و يوتر بثلاثٍ ' فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة . لأنه أقامه بين المهاجرين و الأنصار- ولم ينكره منكرٌ ."

"এটা অবশ্যই প্রমাণিত যে, উবাই ইবনে কা'ব (রা:) রমযানের তারাবীতে লোকদের নিয়ে ২০ রাকা'আত তারাবীহ পড়তেন এবং তিন রাকা'আত বিতর পড়তেন। তাই অসংখ্য আলেম এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এটাই সুন্নত। কেননা, উবাই ইবনে কা'ব মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণের মধ্যে ২০ রাকা'আত পড়িয়েছেন আর কোন একজনও তাতে আপত্তি করেন নি। (১১০)

(১০৯) হেদায়াতুস সাইল সিদ্দীক হাসান পৃ: ১৩৮।
(১১০) মাজমুয়াতুল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়্যা ২৩/১১২-১১৩।

সংশয় :- দুই ও তিন

অতি দুর্বল, বর্জিত ও মিথ্যুক বর্ণনাকারীর হাদীস

"যে কয়েকটি অমূলক বিষয় আমাদের আহলে হাদীস বন্ধুদের মনে সংশয় সৃষ্টি করেছে, তন্মধ্যে হযরত জাবের (রাঃ) এর নামে উল্লেখিত অত্যন্ত দুর্বল ও বর্জিত সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীস, এই হাদীসটি একই সূত্রে দুই ধরনের ভাষ্যে বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ আছে। এক ধরণের ভাষ্যে নিম্ন রূপ-

عن يعقوب بن عبد الله قال حدثنا عيسى بن جارية عن جابر رضى الله تعالى عنه ؛ قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان ثمان ركعات والوتر."

"ইয়াকুব ইবনে আব্দুল্লাহ হাদীস বর্ণনা করেন, ঈসা ইবনে জারিয়া থেকে , আর তিনি বর্ণনা করেন সাহাবী হযরত জাবের (রাঃ) থেকে- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে রমযান মাসে ৮ রাকাআত ও বিতর পড়েছেন। (১১১)

হযরত জাবের (রাঃ) এর নামে এই হাদীসটি একই সনদে অন্য ধরণের ভাষ্যেও বর্ণিত হয়েছে, তা হলো নিম্ন রূপ-------

عن يعقوب بن عبد الله قال حدثنا عيسى بن جارية عن جابررضى الله عنه ؛ قال : جاء أبى بن كعب فى رمضان فقال: يا رسول الله كان منى الليلة شيئ قال : و ما ذلك يا أبى ؟ قال نسوة فى دارى قلن إنا لا نقرأ القرأن فنصلى خلفك بصلا تك فصليت بهن ثمان ركعات و الوتر ' فسكت عنه و كان شبه الرضا."

(১১১) কিয়ামুল লাইল মারওয়াযী পৃ: ৯০, ইবনে হিব্বান ৬/১৬৯/২৪০৯। মুসনাদে আবু ইয়ালা ২/৩২৬/১৭৯৬।

"ইয়াকুব ইবনে আব্দুল্লাহ্ হাদীস বর্ণনা করেন, ঈসা ইবনে জারিয়া থেকে, আর তিনি বলেন সাহাবী হযরত জাবির (রাঃ) বললেন, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) রমজান মাসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! রাতে আমার একটি বিষয় ঘটেছে। তিনি বললেন তা কি হে উবাই ? হযরত উবাই উত্তরে বলেন ,

আমার পরিবারের মহিলারা বলল, আমরা তো কুরআন পড়তে পারি না , অতএব আমরা আপনার পিছনে জামাতে নামায পড়ব। অতঃপর আমি তাদেরকে নিয়ে ৮ রাকাআত এবং বিতর পড়েছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন নিরব থাকেন, যা তাঁর সম্মতির ইঙ্গিত বহন করে।(১১২)

উপরোক্ত হাদীস দু'টিই সাহাবী হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হাদীস দু'টিরই সনদ প্রায় এক ও অভিন্ন। হাদীসটি জাবের (রাঃ) থেকে যারা বর্ণনা করেছেন, একে একে তাদের কয়েক জনই অতি দুর্বল সন্দেহ ভাজন ব্যক্তি। তাদের কোন এক জন উল্লেখিত বিষয় বস্তু রচনা করে অথবা বিকৃত করে জাবের (রাঃ) এর নামে হাদীস হিসাবে চালিয়ে দিয়েছে। আসল রূপটা সুস্পষ্ট হওয়ার জন্য এর কয়েক জন বর্ণনাকারী সম্পর্কে বিজ্ঞ হাদীস বিশারদ গণের মন্তব্য সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো।

(১১২) কিয়ামুল লাইল মারওয়াযী পৃ: ৯০, ইবনে হিব্বান ৬/২৯১/২৫৪৯ ও ২৫৫০। মুসনাদে আবী ইয়ালা ২/৩২৬/১৯৯৫।

(ক) হযরত জাবের থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেন 'ঈসা ইবনে জারিয়া'। উপরোক্ত হাদীস দু'টি যতো কিতাবে লেখা আছে সর্বত্রই ঐ 'ঈসা ইবনে জারিয়ার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে । তার মাধ্যম ব্যতীত ঐ হাদীস দু'টির কোন সূত্র নেই ।

তার সম্পর্কে বিজ্ঞ হাদীস বিশারদগণ 'রেড এলার্ট' বা লাল সংকেত জারি করেছেন। প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ, ইমাম ইবনে মাঈন (রহ.) বলেন ;

"عنده مناكير" "ঈসা ইবনে জারিয়ার কাছে আছে আপত্তি কর ন্যাক্কার জনক হাদীস"।(১১৩)

ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম নাসাঈ বলেছেন "منكر الحديث" "সে আপত্তি কর হাদীস বর্ণনাকারী"। (১১৪) ইমাম নাসাঈ আরো বলেন- متروك الحديث "সে পরিত্যাগ যোগ্য বর্জিত ব্যক্তি"। (১১৫) এভাবে ইমাম ইবনে আদী, সাজী প্রমুখ সর্বজন বিদিত ইমামগণ তাকে অত্যন্ত দুর্বল বর্ণনাকারীদের তালিকায় গণ্য করেছেন। (১১৬)

দ্বিতীয় ব্যক্তি হলো "ঈসা ইবনে জারিয়া থেকে বর্ণনাকারী বা তারই ছাত্র 'ইয়াকুব বিন আব্দুল্লাহ কুম্মী'। তিনিও মতানৈক্যপূর্ণ ব্যক্তি । তার সম্পর্কে ইমাম বুছীরী (রহ.) বলেছেন- "هوضعيف" সে দুর্বল। (১১৭)

(১১৩) তাহযীবুল কামাল ;২২/৫৮৯;জী;(৪৬১৯)
(১১৪) মিযানুল ই'তেদাল-৩/৩১০/৬৫৫৫।
(১১৫) আল মুগনী ফী যুয়াফা, যাহাবী জীঃ-(৪৭৮৯)
(১১৬) দেখুন, আল-কামেল ইবনে আদী-৫/২৪৮/১৩৯২।
যুয়াফাউল কাবীর, উক্বাইলী- ৩/৩৮৩/১৪২১।তাহযীবুত তাহযীব, জীঃ-(৫৫০৮)।
(১১৭) ইতহাফুল খায়রাতিল মাহারাহ্-৩/১৩৮/২৩৮৪।

ইমাম ইবনে হাজার লিখেছেন, " صدوق يهم " সে কখনো ঠিক বলে আবার কখনো সংশয়ের জালে আবদ্ধ হয়। (১১৮)

ইমাম দারাকুতনী লিখেছেন, " ليس بالقوى 'সে নির্ভরযোগ্য নয় ' (১১৯)

উপরে বর্ণিত হাদীস দুটির কোন সনদই উপরোক্ত উস্তাদ শাগরিদ ব্যতীত কোথাও আসে নাই। সর্বত্রই জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন ঈসা এবং ঈসা থেকে তার ছাত্র ইয়াকুব । আর তাদের অবস্থা যা উপরে আংশিক উল্লেখ

হলো। এছাড়া ইয়াকুব থেকে হাদীসটি তার দুই ছাত্র বর্ণনা করেছে। তাদের একজনের নাম হলো, মুহাম্মদ ইবনে হুমাইদ। (১২০)

সে তো পুরো মিথ্যুক ব্যক্তি। তার সম্পর্কে ইমাম ছালেহ্ আল আসাদী লিখেন, ما رأيت أحدا احذق بالكذب من رجلين: سليمان الشاذكونى ومحمد بن حميد "মিথ্যার প্রতি অতি আসক্ত দুজন অপেক্ষা আমি আর কাউকে দেখিনি"। তাদের একজন হলো সুলাইমান শাজকুনী এবং অপর জন হলো সেই মুহাম্মদ ইবনে হুমাইদ (বা উপরোক্ত হাদীসের একজন বর্ণনাকারী) (১২১) ইমাম যাহাবী তার সম্পর্কে লিখেন✍... " ضعيف كذبه ابوزرعة " সে অত্যন্ত দুর্বল বর্ণনাকারী, ইমাম আবু যুর'আ তাকে মিথ্যুক আখ্যায়িত করেছেন। (১২২)

(১১৮) তাক্বরীব-জীঃ ৭৮২২।
(১১৯) তাহযীবুল কামাল, ৩২/৩৪৬/৭০৯৩।
(১২০) দেখুন,কিয়ামুল লাইল, ইমাম মারওয়াযী-পৃ:৯০।
(১২১) তাহযীবুত তাহযীব ৯/১০৮/৬০৮১।
(১২২) মিযানুল ই'তেদাল,যাহাবী,৩/৫৩০/৭৪৫৩।

ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) বলেন, ينفرد عن الثقات بالمقلوب "সে বিচিত্র বর্ণনা উলট পালট করে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগণের নামে চালিয়ে দেয়"। (১২৩) ইমাম বুখারী (রহ.) বলেছেন, " فى حديثه نظر " তার হাদীস সন্দেহ জনক। (১২৪)

উল্লেখ্য যে, কোন হাদীসের বর্ণনাকারীদের একজনও যদি বর্জিত, অতিদুর্বল অথবা মিথ্যুক বলে আখ্যায়িত হয় , তার হাদীস দুনিয়ার কোন

ইমাম গ্রহণ করেন না এবং এ কারণে হাদীস একটি অপরটির দ্বারা শক্তিশালী ও হয় না। (১২৫)

আর আমাদের আহলে হাদীস বন্ধুরা তো কোন বর্ণনাকারীর ক্ষেত্রে কারো সামান্য আপত্তি পেলেই দুর্বল বলে ছুড়ে মারে। তাদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী গবেষক আল্লামা আলবানী সাহেব লিখেন✍...

وهذا الذى أدين الله به ' و أدعو الناس إليه أن الحديث الضعيف لايعمل به مطلقا."

"আমি যা দ্বীন মনে করি এবং মানুষকে যে পথে ডাকি , তা হলো দুর্বল হাদীস কোন ক্ষেত্রেই আমলযোগ্য নয়। (১২৬)

(১২৩) আল জারহু অত্তাদীল, ইবনে আবী হাতেম-৭-জীঃ ১২৭৫।
(১২৪) আত্-তারীখুল কাবীর, বুখারী-১/৬৭/১৬৭
(১২৫) মুকাদ্দামায়ে ইবনুস সালাহ্, পৃষ্ঠ-৫৩ দ্বিতীয় পর্ব
(১২৬) সহীহুল জামিউস সগীর-মুকাদ্দামা, পৃষ্ঠা-৫

এ পরিসরে আমার প্রশ্ন হলো, তিনি তো দুর্বল হাদীস মাত্রই আমল যোগ্য নয় বলে দাবী করেন, তাহলে ৮ রাকাআত তারাবীর উপরোক্ত হাদীসটি তিনি কী ভাবে গ্রহণ করেছেন ? এতে তো একজন বর্ণনাকারী হলো বর্জিত,পরিত্যাগযোগ্য ও আপত্তিকর, দ্বিতীয় জন অতি দুর্বল আর তৃতীয়জন হলো মিথ্যুক বর্ণনাকারী। সব মিলে দুর্বলতার গোডাউনে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু এর পরেও হাদীসটি তার মাযহাব ও মতবাদের সহায়-সম্বল। তাই তিনি বর্জিত এ হাদীসটিকে লুফে নিলেন সাদরে। কিন্তু আমরা ২০

রাকাআত তারাবীর একাধিক বিশুদ্ধ দলীলের বিপরীতে তা গ্রহণ করতে পারি না। (১২৭)

(১২৭) যদি কেউ অভিযোগ করে যে, ইয়াকুব এবং ঈসা সম্পর্কে কারো কারো মতভেদও রয়েছে। আমি বলবো আপনারা কি জানেন না, যুগ শ্রেষ্ঠ ইমামগণের মতামতের বিপরীতে বিচিত্র কারো কথার কোন মূল্য নেই।

এ পরিসরে উসূলে জারহ্ ও তা'দীলের একটি নীতি নিম্নে উল্লেখ করছি- '' لا يقبل التوثيق لراوٍ اتفق الأئمة على ترك ه '' যে বর্ণনাকারীকে বর্জন বা পরিত্যাগ করার ব্যাপারে অধিকাংশ ইমামগণ ঐক্যমত পোষণ করেন সে ক্ষেত্রে বিচিত্র কারো সত্যায়ন গ্রহণ হবে না। (ফতহুল মুগীছ-পৃ: ৪৮৩)।

❀❀❀❀

সংশয় চার:- একটি ভুল হাদীস

عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أُبَيْ بن كعب وتميما الدارى رضى الله تعالى عنهما أن يقوما للناس باحدى عشرة ركعة

"মুহাম্মদ বিন ইউসূফের বর্ণনায় সায়েব বিন ইয়াযিদ (রাঃ) বলেন, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) নির্দেশ করেন হযরত উবাই ইবনে কা'ব ও

তামীমে দারী (রাঃ) কে যেন তারা লোকদের নিয়ে ১১ রাক'আত পড়েন। (১২৮)

উল্লেখ্য যে হাদীসটিতে তাদের ধারণামতে ৩ রাকাআত বিতর এবং ৮ রাকাআত তারাবীহ, মোট ১১ রাকাআত পড়ার নির্দেশ রয়েছে। হাদীসটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে সহীহ । কিন্তু হাদীস বিশারদগণ হাদীসটিকে ভুল বলে আখ্যায়িত করেছেন। মূলত হাদীসটি ৪টি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেকটি সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে যে, উমর(রাঃ) উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) কে ২০ রাকাআত তারাবীহ পড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। আর মুহাম্মদ বিন ইউসূফের উপরোক্ত ৪র্থ সূত্রের একটি শাখার বিবরণমতে ১১ রাকাআতের কথা উল্লেখ হয়েছে।

তাই ১১ রাকাআতের এক ব্যক্তির বর্ণনাটিকে হাদীস বিশারদ ইমামগণ '' شاذ '' বিচিত্র বর্ণনা, প্রত্যাখ্যাত ও ভুল বর্ণনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। পক্ষান্তরে ৪টি সূত্রে বর্ণিত ২০ রাকাআত তারাবীর বর্ণনাটিকে তাঁরা প্রাধান্য দিয়েছেন ও সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

(১২৮) মোয়াত্তা মালেক-১/১১৫

তন্মধ্যে ইমাম মোল্লা আলী কারী, তাজ উদ্দীন সুবকী, ইমাম নববী, ওয়ালী উদ্দীন ইরাকী, বদরুদ্দীন আইনী, ইবনে আর্‌রাক, জালালুদ্দীন সুয়ূতী, ইবনে আব্দুল বার (রহ.) প্রমূখ ইমামগণ ২০ রাকাআতের সূত্রটিকে সহীহ্ বলেছেন। (১২৯)

ইমাম ইবনে আব্দুল বার (রহ.) লিখেছেন ✍...

"روى غير مالك فى هذا الحديث احدى وعشرين وهو الصحيح...إلا أن الأغلب عندى أن قوله احدى عشرة وهم."

"ইমাম মালেক ব্যতীত অন্যরা এই হাদীসের বর্ণনায় ১১ এর স্থানে ২১ উল্লেখ করেছেন। আর তা-ই সহীহ্। তবে আমার প্রবল ধারণা, ১১ শব্দটি ভুল। (১৩০)

এছাড়া ১১ রাকাআতের এ বর্ণনাটি যেমন বিচিত্র, তেমনি গড়মিলও বটে। কেননা এই বর্ণনায় কখনো ১১ কখনো ১৩ আবার এতেই ২১ রাকাআতের কথা উল্লেখ আছে। এ ধরণের বর্ণনাকে হাদীস বিশারদগণ 'ইজতিরাব' গড়মিল বর্ণনা বলে আখ্যায়িত করেন। যা পরিত্যাগযোগ্য।

এ হাদীসের ব্যাপারে অনেক বিস্তারিত ও তথ্যবহুল আলোচনা ২০ রাকা'আত তারাবীর ২য় দলীল প্রসঙ্গে পেশ করেছি। পুনরায় দেখার অনুরোধ রইল।

(১২৯) আততালীকুল হাসান ২৫১, মিরকাত-৩/৩৫৪ ইলাউসসুনান ৭/৭৪, আল মাসাবীহ ফি সালাতি তারাবীহ্ আল হাভী -১/৩৪৮,নসবুর রায়াহ-২/১৫৪।
(১৩০) আল ইসতিযকার - ২/৬৮-৬৯।

উপসংহার

এই হলো আহলে হাদীস ভাইদের ৮ রাকা'আত তারাবীহ সম্পর্কীয় দলীল প্রমাণের ভান্ডার ! প্রথমটি অপ্রাসঙ্গিক, তারাবীর কোন আলোচনাই এতে নেই। জোর জবরদস্তী অপব্যাখ্যার মাধ্যমে ৮ রাকা'আত প্রমাণের প্রচেষ্টা চালান। দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি হলো, বর্জিত পরিত্যাগযোগ্য অতিদুর্বল-আপত্তিকর ও মিথ্যুক বর্ণনাকারীর বানানো হাদীস। আর চতুর্থটি হলো একটি

ভুল ও গড়মিল বর্ণনা। যা নিয়ে তারা গোটা উম্মতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে নেমেছে।

অঢেল টাকা পেয়ে বই-পুস্তক, লিফলেট-বিজ্ঞাপন ইত্যাদি ছড়াচ্ছে রাস্তায় রাস্তায় সর্বত্র প্রতিনিয়ত। অর্থের বলে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে লক্ষ-কোটি টাকার। বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে সরলমনা মুসলমানদের অন্তরে। আমি আশা করি আমার আহলে হাদীস ভাইয়েরাও এ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটি সত্য অন্বেষণের মনোভাব নিয়ে পড়বেন এবং তাদের বাড়াবাড়ি ও বিভ্রান্তি ছড়ানোর চিরাচরিত নীতি পরিহারের জন্য নতুন চিন্তাভাবনা করবেন।

🕯📖 মহান আল্লাহ পাক সবাইকে সহীহ্ বুঝ দান করুন 📖🕯

সমাপ্ত

আপনার সংগ্রহে রাখার মত লেখকের কয়েকটি মূল্যবান বই 📖📖📖

☞... মায্হাব মানি কেন 🕯

এতে রয়েছে-

✓মায্হাবের তাৎপর্য ও গুরুত্ব,
✓এতো দল, এতো মায্হাবের রহস্য কি ?
✓মায্হাব মানা ওয়াজিব কেন ?
✓আমরা কেন হানাফী ?
✓বিশ্বের যারা মায্হাব মানে, আর যারা মানে না,
✓লা-মায্হাবীদের মায্হাব কি ?
✓পবিত্র মক্কা-মদীনার ইমামগণের মায্হাব ...
ইত্যাদি জানা-অজানা অনেক বিষয়ের তত্ত্বপূর্ণ ও তথ্যবহুল সমাধানের এক অনন্য সম্ভার।

☞... তথাকথিত আহলে হাদীসের আসল রূপ

এতে পাবেন-

✓পাক-ভারতে লা-মায্হাবীদের উৎপত্তির মূল রহস্য,
✓এদেশে তাদের প্রথম প্রবক্তা,
✓এদেশের লা-মায্হাবী ও বিশ্বের অন্যান্য লা-মায্হাবীদের মধ্যে যোগসূত্র,
✓লা-মায্হাবীদের বিচিত্র নাম ও এর রহস্য,
✓মুসলমানদের বিরুদ্ধে লা-মায্হাবীদের আক্রমনের স্বরূপ,
✓মায্হাব ও মায্হাবপন্থীদের প্রতি এদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া,
✓ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও হানাফীদের প্রতি তাদের বিরূপ মনোভাব,

✓উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলন,
✓তাবলীগ জামাআ'তের প্রতি তাদের বিদ্রূপ এবং বাংলাদেশের উলামায়ে কিরামের বিরুদ্ধে তাদের অশুভ চক্রান্ত,..... ইত্যাদি বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্যবহুল গবেষণামূলক বিশদ পর্যালোচনা।

☞...ঈদের নামাযে ৬ তাকবীর কেন

যা আছে এই সিরিজে -

✓সহীহ্ হাদীসের আলোকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরামের ঈদের নামাযের পদ্ধতি।
✓মতানৈক্যের উৎস ও শেষ কোথায় ?
✓বিভ্রান্তিকর বই-পুস্তকে হাদীসের নামে জালিয়াতী ও গুজব কাণ্ডের আইওয়াশ ।

আরব বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম নির্দেশিকা সমূহের অনুকরণে আরবী প্রচলিত হস্তলিপি সুন্দর করার একটি সৃজনশীল ও অনন্য পাথেয়। সাথে রয়েছে প্রচলিত বাংলা লেখার আকর্ষণীয় উপকরণ।

☞ المدخل إلى إعداد البحث ...
আরবী প্রবন্ধ লেখার মূলনীতি

যা আছে এ আয়োজনে –

✓জাদীদ আরবী রচনা/গবেষণামূলক প্রবন্ধ (thesis) বলতে কি বুঝায় ?
✓আরবী প্রবন্ধ (thesis) লেখার মূলনীতি, বৈশিষ্ট, শরায়েত,লেখকের গুণাবলী ও ধারাবাহিক কয়েকটি অনুশীলনের পদ্ধতি ।

✓টীকা লেখার আধুনিক প্রয়োগনীতির বিশ্লেষণ।
✓আধুনিক আরবী লেখায় যে সব শব্দ লেখা হয় না, আর যা অতিরিক্ত লেখা হয়।
✓আরবী ইমলার আদাব ও সৃজনশীন কয়েকটি নীতিমালা।
✓আরবী লেখায় দাঁড়ি, কমা, কোলন, সেমিকোলন, ড্যাশ, বন্ধনী (: . , “ ” - - ? !) ইত্যাদি ব্যবহারের আকর্ষণীয় পর্যালোচনা।

☞...ইসলামের দৃষ্টিতে পারিবারিক ও সামাজিক সংঘাতের কারণ ও সমাধান। ❁

☞...আল-কুরআনের আলোকে দূর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা।

অবিলম্বে প্রকাশিতব্য
কুরআন হাদীসের ভিত্তিতে

☞... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামায

কুরআন-হাদীসের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হানাফী মায্হাব অনুযায়ী নামাযের পদ্ধতির উপর সাম্প্রতিককালে বাজারজাতকৃত বিভ্রান্তিকর ও বিতর্কিত সমস্ত বই-পুস্তকের দাঁতভাঙ্গা জবাব হিসেবে, পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে অপূর্ব তত্ত্বপূর্ণ ও তথ্যবহুল এক অনন্য গবেষণামূলক রচনা।